ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

Assignment

বিষয়: কোরআন ও হাদিসের আলোকে শবে-ই-বরাত এর গুরত

নির্দেশনায়

মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ

কোর্সের নাম:RAM

মজুমদার ভিলা, বাড়ী নং -২২৯, (নিচতলা)

গ্রীন মডেল টাউন ব্রিজ সংলগ্ন (IOM) এর অফিস, মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-1214

মোবাইল: 01751346383

উপস্থাপনায়

জাকিয়া ইসলাম

ব্যাচ: ২০২

আইডি নং: ২০২০২২৬৮

ঠিকানা :আপন হাউজ ৯৮৭,পূর্ব শেওড়াপাড়া

কাফরুল, মিরপুর,

ঢাকা -১২১৬।

মোবাইল- ০১৭১৮৭৩৪৬৬৩

অনুমোদন পত্র

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা, ব্যাচ ২০২ সমাপনী পরীক্ষার আংশিক শর্ত পূরণের জন্য জাকিয়া ইসলাম কর্তৃক প্রণীত এই এসাইনমেন্ট যার শিরোনাম

" কোরআন ও হাদিস এর আলোকে শবে- ই- বরাতের গুরুত"

তাই সমাপনী পরীক্ষার অংশ বিশেষ হিসাবে গৃহীত হলো।

তত্বাবধায়ক
মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ
মুহতারাম উস্তায
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

লেখকের কলাম

সকল প্রশংসা ও শুক্রিয়া মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যিনি মানুষ কে জ্ঞান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতে এসাইনমেন্ট টি করতে পেরেছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি **উস্তায মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের,** যার উৎসাহে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এবং সেই সকল ব্যক্তিদের যারা এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং আমাদের জন্য কাজ সহজ করেছেন ও এই ইন্টারনেট এর যুগে সব তথ্য পেতে সহজ করেছেন।
সকল ভালো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। সকল দোষ ক্রুটি আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা 'র সকল কলা কুশলী,মুহতারাম উস্তাযগন , সকল শিক্ষার্থী বৃন্দকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিন এবং তাদের সকলের ইলমে বারাকাহ দান করুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন আমিন।

উপস্থাপনায়
জাকিয়া ইসলাম
ব্যাচ ২০২
আইডি নং ২০২০২২৬৮

কোরআন ও হাদিস এর আলোকে শবে- ই- বরাতের গুরুত

সূচনা



শবে বরাত বা লাইলাতুল বরাত হচ্ছে আরবি হিজরী শা'বান মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাত।আমাদের উপমহাদেশে এই রাতকে শবে বরাত বলা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই রাতে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের ভাগ্য লিখেন। কিন্তু ইসলামী মতে, এই রাতে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমা করে দেন।

শব্দের উৎস

শবে বরাত শবে বরাত শব্দের বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় সৌভাগ্যের রাত। শব্দটি ফারসি শব্দ থেকে এসেছে। ফারসি ভাষায় শবে কথাটির অর্থ হল রাত বা রজনী। অন্যদিকে বরাত শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।

কুরআন মাজীদে **সূরাতে বারায়াত** এর উল্লেখ পাওয়া যায় যাকে **সূরা তাওবা** নামে বলা হয়।

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (التوبة: ১)

অর্থ হল : **আল্লা ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। সূরা তাওবা ০১)** এখানে বারায়াত শব্দের অর্থ হল **সম্পর্ক ছিন্ন করা।**

"বারায়াত" শব্দটি আরও আল কুরআনে রয়েছে -- **أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ . (سورة القمر ৪৩)**

অর্থ হল : **তোমাদের মধ্যেকার কাফিরবা কি তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ? না কি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে কিতাব সমূহে ?**সূরা কামার, ৩৪)

আবার "বারায়াত" শব্দটিকে যদি ফার্সি শব্দ ধরা হয় তাহলে ফার্সি শব্দ ভাণ্ডারে বারায়াত শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় সৌভাগ্য। সুতরাং আমরা যদি একসাথে "শবে বরাত" শব্দটির অর্থ খুঁজি এবং "বরাত" শব্দটিকে যদি ফার্সি শব্দ ধরে বাংলাতে মানে খোঁজা হয় তাহলে শবে বরাত শব্দ দুটির অনেক গুলো অর্থ দাঁড়াবে যেমন- "**মুক্তির রজনী**" বা "**সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনী**", অথবা "**সৌভাগ্যের রাত।**"

আবার আপনি যদি "শবে বরাত" শব্দটির আরবি অর্থে মানে খুঁজতে যান তাহলে শবে বরাত এর অর্থ দাঁড়ায় "লাইলাতুল বারায়াত।" কিন্তু যারা আরবি এবং ফার্সি ভাষার চর্চা করেন তারা ভালোভাবেই জানেন।

স্থানভেদে ভাষা অনুযায়ী শাবান মাসের ১৫তম রাতকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। নামকরণগুলো দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে:

১*মধ্য শাবান বা অর্ধ শাবান, ইসলামী দিনপঞ্জির অষ্টম মাস শাবান মাসে দিনটির অবস্থান অনুসারে নামকরণ।

১-ইরান ও আফগানিস্তানে নিম শা'বান।

২-আরবী ভাষাভাষীগণ বলেন নিসফ শা'বান।

৩- মালয় ভাষাভাষীগণ বলেন নিসফু শা'বান;বলে ডাকা হয় এবং এই রাতটি
ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই দিনটি পালন করা হয় দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া জুড়ে।

২*বরাতের রাত, ফার্সিতে বরাত শব্দের অর্থ হল ভাগ্য, বণ্টন, নির্ধারিত।

১-লাইলাতুন নিফসি মিন শা'বান

২-লাইলাতুল দোয়া।

৩-তুর্কি ভাষাভাষীগণ বলেন বিরাত কান্দিলি।

৪-ভারতীয় উপমহাদেশে বলা হয় শবে বরাত, নিসফু শাবান ইত্যাদি।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় শবে বরাত কে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। তবে এই শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন এই শাবান মাসের মধ্য তারিখের অনেক গুরুত্ব ।

শবে বরাতের ইতিহাস

এখানে আমরা কিছু শবে বরাত সম্পর্কিত তথ্য ভাণ্ডার উল্লেখ করেছি। তবে যে কোনো তথ্যই হোক ভালো ভাবে যাচাই-বাছাই করে তারপর আমল করবেন।

শবে বরাত উপলক্ষে রাসুলে আকরাম (সা:) হাদিস অনুযায়ী দুটি জিনিস করার জন্যে বলা হয়েছে – ০১) রাত জেগে আল্লার কাছে ইবাদত করা। যেমন- নফল নামাজ পড়া।

কুরান তিলাওয়াত করা, তাসবিহ জপ করা, দোয়া-দুরুদ, তৌবা-ইস্তেগর ইত্যাদি। ০২) রোজা রাখা, হজরত মহম্মদ (সা:) গোটা শাবান মাস রোজা রাখতেন, তাই বান্দারা যদি পুরো শাবান মাস রোজা রাখতে পারলে অতি উত্তম।

শবে বরাতের কি হয়েছিল ? এই ধরণের প্রশ্ন অনেকের মনে ঘোর পাক খায়। শবে বরাতের রাত্রে ইবাদত করার পিছনে ফজিলত হাদিস অনুযায়ী শবে বরাতের রাতটির তাৎপর্য হল-

আলা ইবনুল হারিস (রহঃ) তে বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়- হজরত আয়েশা (রাঃ) সেখানে বলেছেন, একদিন গভীর রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ পড়ার সময় রাসূলাল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ্যক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে সেজদা করেন।

অনেক্ষন এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেজদা করতে দেখে, হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ধারণা হয়, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) হয়তো নামাজ পড়তে গিয়ে ইন্তেকাল করেছেন।

হজরত আয়েশা (রাঃ) তখন তার সন্দেহ দূর করার জন্যে রাসূল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধাঙ্গুলীটিকে ধরে নাড়া দেয়। তাতে রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আঙুল নাড়িয়ে সারা দেয়। এরপর রাসূলাল্লাহ (সাঃ) সেজদা থেকে উঠে নামাজ শেষ করে,

হজরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন "হে আয়েশা ! তোমার কি ধারণা, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন ? হজরত আয়েশা (রাঃ) তখন উত্তরে বলেন- না, ইয়া রাসূল্লাহ। "আপনার দীর্ঘ্যক্ষন সেজদা করা দেখে

আমি আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল আপনি হয়তো ইন্তেকাল করেছেন ? তাই আমি আমার সন্দেহ মেটানোর জন্যে আপনার আঙুল নেড়ে, আপনাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম আপনি জীবিত আছেন কিনা ?”

নবীজি তখন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেন তুমি কি জান আজকের রাত টি কি রাত ? আয়েশা তখন নবীজিকে বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই আমার অপেক্ষা ভাল জানবেন আজেকের রাত টির তাৎপর্য কি ?

তখন রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বললেন আজকের রাত টি হল অর্ধ শাবানের রাত। মহান আল্লাহ তালাহ অর্ধ-শাবানের রাত্রে তার বান্দার সকল প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং যারা ক্ষমা প্রার্থী তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন।

আর যারা অনুগ্রহ প্রার্থী তাদের অনুগ্রহ করেন, তাদের বরকত প্রদান করেন । আর যারা বিদ্বেষ প্রদানকারী তাদের ক্ষমা না করে তাদের নিজের অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। (বাইহাকী)

ইসলাম ধর্মে শবে বরাত কোনো আনন্দ উৎসব নয়। শবে বরাতের রাত হল ইবাদত করার রাত। তাই শবে বরাতের দিন রাত্রি বেলা আতস বাজি ফাটানো, কবর স্থান সহ বাড়িতে,মসজিদে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা,

মাংস,হালুয়া-রুটি সহ বিভিন্ন খাবার দিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সাথে ফুর্তি করার জন্যে পার্টির আয়োজন করা ইসলাম ধর্মে জায়েজ নেই।

<u>আল্লাহর অনুগ্রহের রাত</u>

ফারসি ভাষায় 'শব' শব্দের অর্থ রাত। আর 'বরাত' শব্দের অর্থ সৌভাগ্য। আরবিতে একে বলে লাইলাতুল বরাত, অর্থাৎ সৌভাগ্যের রাত। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, আল্লাহ এই রাতে তাঁর বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। পবিত্র এই রাতে তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পরম করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় নফল নামাজ পড়েন, কোরআন তিলাওয়াত করেন এবং জিকিরে মগ্ন থাকেন। অতীতের পাপ-অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার সময়ও এটি। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

অনেকেই এ দিন রোজা রাখেন এবং গোপনে দান-খয়রাতের কাজ করে থাকেন। অনেকে, এই রাতে তাঁদের বিগত নিকটাত্মীয়দের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনার আয়োজন করেন। রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলোনেরা আত্মীয়, প্রতিবেশী ও দুস্থদের মধ্যে নানা রকমের খাদ্য বিতরণ করে থাকেন। মসজিদ ও কবরস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করেন।

রমজানের আগমনী

পবিত্র শবে বরাতে সন্ধ্যার পর অনেকে কবরস্থানে যান। আপনজনদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন তাঁরা।

পবিত্র শবে বরাত মুসলিমদের কাছে এককথায় রমজানের আগমনী বার্তা বয়ে আনে, কারণ আরবি ক্যালেন্ডার অনুসারে শাবান মাসের পরেই আসে রমজান মাস। তাই শবে বরাতের রাত থেকে রমজানের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায় পুরোদমে।

বাংলাদেশে শব-ই-বরাত পালন

ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় ৫০০ বছর পরে এই "শবে বরাত" পরিভাষাটা প্রথম ব্যবহৃত হয়। রাসূলের (সা) যুগে, সাহাবীদের যুগে, তাবেয়ীদের যুগে, তাবে-তাবেয়ীদের যুগেও এই পরিভাষাটি প্রচলিত ছিল না। আমরা এই রাতকে যেভাবে উদযাপন করি ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম ৫০০ বছরে এভাবে এই রাতকে উদযাপন করা হত না।

মুসলমানদের জন্য 'অতি পবিত্র রজনী' হিসেবে পরিচিত শব-ই-বরাত। বাংলাদেশে শব-ই-বরাতের রাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই মসজিদে প্রার্থনা করবেন। বাংলাদেশ শবে বরাত উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন স্বাদের খাবার। বিকেলে বা সন্ধ্যায় পাড়া প্রতিবেশিদের মাঝে এসব খাবার বিতরণ ও পরিবেশন করা হয়। এছারাও সন্ধ্যা থেকে শুরু করে মধ্য রাত পর্যন্ত চলে আতশ বাজির উৎসব।

শবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। জাতীয় পত্রিকাগুলো এ দিন বিশেষ ক্রোড়পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করে। শবে বরাতের পর আসন্ন দিনটি বাংলাদেশে সাধারণ ছুটির দিন হিসবে পালিত হয়।

এর সাথে আরেকটি বহুল প্রচলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে, বাড়িতে হালুয়া-রুটি তৈরি এবং প্রতিবেশীদের মাঝে সেটি বিতরণ।
বাংলাদেশের সমাজে শব-ই-বরাতের প্রসঙ্গ আসলেই অবধারিতভাবে হালুয়া-রুটি তৈরির বিষয়টি চলে আসে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হালুয়া-রুটি তৈরির এ সংস্কৃতি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে কিভাবে চালু হয়েছে?

ইসলামের ইতিহাস যারা বিশ্লেষণ করেন, তাদের অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশের সমাজ বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর অংশ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, এয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের দিল্লীতে ইসলাম রাজনৈতিকভাবে আসে।
সে সময় তৎকালীন বাংলাদেশ ভূ-খন্ডেও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, "রসুলউল্লাহ সা: সাহাবাদের যুগেও এ উপমহাদেশে তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা সুদূর আরব থেকে ইসলাম যে বিভিন্ন দেশে এসেছে, এগুলোর সাথে কিছু-কিছু দেশজ উপাদান যুক্ত হয়েছে। আমরা জানি যে রসুলউল্লাহ সা: মিষ্টি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর পছন্দের জিনিসকে উম্মতরা পছন্দ করবে সেটাও তাকে পছন্দ করার একটি ধরন। ফলে মিষ্টির একটা জনপ্রিয়তা মুসলিম সমাজে আছে।"

তিনি মনে করেন, শব-ই-বরাতের সময় হালুয়া-রুটি বানানো এবং বিতরণ করার সাথে আনন্দ ভাগ করে নেবার একটি সম্পর্ক আছে।
"আনন্দের ভাগটা অন্যদের দেয়ার জন্যই বিতরণ করার রেওয়াজটা হয়েছে। এর সাথে ধর্মীয় অনুভূতি এবং সামাজিকতা রক্ষা- দুটো বিষয় জড়িত আছে," বলেছেন অধ্যাপক ইব্রাহিম।
যেহেতু হালুয়া বানানোর উপাদান বাংলাদেশে আছে সেজন্য সেটি এসেছে। মূলত; মিষ্টি অর্থেই হালুয়ার প্রচলন হয়েছিল।

তবে কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সঠিক জ্ঞান অর্জন এর মাধ্যমে এই হালুয়া রুটি অ আতশ বাজিড় প্রচলন অনেক কমে যাচ্ছে।



অন্যান দেশে শব-ই-বরাত

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, লেবানন, ইরান, আজারবাইজান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কিরগিজস্তান-এ মধ্য শাবান উদযাপিত হয়।

সালাফি আরবগণ এই দিনটি পালন করে না, তাদের মতে এইরাতে বিশেষ কোনো ইবাদাতের নির্দেশ নেই। আরব বিশ্বে, সুফি ঐতিহ্যের আরবেরা ও শিয়ারা এই উৎসব পালন করে।

ইরানে বারো ইমাম শিয়ারা শিয়া মতবাদের দ্বাদশ ইমাম মাহদির জন্মদিন হিসেবে এই দিনটি পালন করে। এই রাতে ইরানের সর্বত্র আলোক সাজসজ্জা করা হয়, দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়।[১০] ইরাকে এই দিনে বাচ্চারা প্রতিবেশীর বাড়ি গেলে তাদেরকে মিষ্টিমন্ডা খেতে দেওয়া হয়। ইরাকি কুর্দিস্তান ও আফগানিস্তানের সুন্নি মুসলিমগণ রমযানের ১৫ দিন আগে এই পবিত্রদিন পালন করেন।[১১] ইন্দোনেশিয়ায় কিছু মুসলমান মসজিদে উস্তাদ বা জাভা ও মাদুরায় কায়ি নামে পরিচিত ধর্মীয় নেতার বক্তৃতা (সেরামাহ) শোনে ও দলীয়ভাবে জিকির করে। ইন্দোনেশিয়ায় এই প্রথা পালিত হয় না বললেই চলে, তবে আচেহ, পশ্চিম সুমাত্রা ও দক্ষিণ কালিমান্তা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিমগণ মিষ্টান্ন বানায় (বিশেষত হালুয়া বা জর্দা) ১৫ই শাবান সন্ধ্যার সময় প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের দেওয়ার জন্য।[১২] বসনিয়াতেও শাবানের ১৫তম রাতে হালুয়া বিতরণের এই প্রথা পালিত হয়, এবং বাকি তিনটি পবিত্র দিনেও হালুয়া বিতরণ করা হয়: শবে কদর, শবে মেরাজ ও লাইলাতুল রাগাইব





কোরআন এর আলোকে শব-ই-বরাত

শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রজনী' শবে বরাত" নামে পরিচিত। ফারসি 'শব' শব্দের অর্থ রাত এবং 'বরাত' শব্দের অর্থ সৌভাগ্য। আরবিতে বলে 'লাইলাতুল বরাত', অর্থাৎ সৌভাগ্যের রজনী। একটি অভিযোগ শবে বরাত কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই।
এ কথার জবাব হল, কুরআন ও হাদিসের কোথাও শবে বরাত থাকবে কেন, শবে বরাত কুরআন ও হাদীসের পরিভাষা নয়। যেমন :নামাজ, রোযা, ফেরেস্তা এগুলো কুরআন ও হাদিসের পরিভাষা নয়। কুরআনে 'লাইলাতুম মুবারকা'। হাদিসে 'লাইলাতুন নিসফী মিন শা'বান'। পবিত্র কোরআন ও প্রসিদ্ধ তাফসীরের আলোকে শবে বরাত
আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

১-حم
২- وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
৩- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
(৪-১ :الدخان)৪- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

হা-মীম, এ স্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমি তা বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে বন্টন করে দেওয়া হয় প্রত্যেক হিকমতের কাজ। (সূরা দুখান, আয়াত নং ১-৪)

এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্সিরগণের মতামতঃ ১.মালেকী মাযহাবের আল্লামা শেখ আহমদ ছাভী বলেন- ঐ বরকতময় রজনী হচ্ছে অর্ধ শাবানের রাত্রি (মোফাসসিরীনে কেরামের অন্যতম মোফাসসির) বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ইকরামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)ও অন্যান্য তাফসীরকারকদের একদলের অভিমত। তারা এর কয়েকটি কারণও উল্লেখ করেছেন। শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত্রির চারটি নামে নামকরণ করেছেন। যেমন- ১। লাইলাতুম মুবারাকাহ- বরকতময় রজনী। ২। লাইলাতুল বারাআত- মুক্তি বা নাজাতের রাত্রি। ৩। লাইলাতুর রহমাহ- রহমতে র রাত্রি। ৪। লাইলাতুছ ছাক- সনদপ্রাপ্তির রাত্রি ইত্যাদি। (তাফসীরে ছাভী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০)
২.তাফসীরে জালালাইন শরীফে রয়েছে-নিশ্চয়ই আমি তা বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর বরকতময় রাত হল লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) অথবা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান (শাবানের মধ্য রাত তথা শবে বরাত)। কেননা এই রাতে উম্মুল কিতাব (কোরআন শরীফ) ৭ম আসমান থেকে দুনিয়ার আসমানে (১ম আসমান) নাযিল হয়েছে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। (তাফসীরে জালালাইন শরীফে ৪১০ পৃষ্ঠায়)
৩.তাফসীরে তাবারী শরীফে রয়েছে- আল্লাহ্ তায়ালার বাণী এর তাফসীরে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ইকরামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মধ্য শাবানের রাত্রিতে বছরের সকল ব্যাপার চ,ড়ান্ত করা হয়, জীবিত ও মৃতদের তালিকা লেখা হয় এবং হাজীদের তালিকা তৈরি করা হয়। এ তালিকা থেকে একজনও কমবেশি হয় না। (তাফসীরে তাবারী শরীফ, পৃষ্ঠা ২২, খন্ড ১০)
৪. প্রসিদ্ধ তাফসীরে কুরতুবী রয়েছে- ইমাম কুরতুবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)বলেন, এ রাতের ৪ টি নাম আছে- (ক). লাইলাতুম মুবারাকা, (খ). লাইলাতুল বারাআত, (গ). লাইলাতুছ্ ছাক (ঘ). লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান। (তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড-১৬ পৃষ্ঠা-১২৬)
৫.তাফসীরে বাগভী শরীফে বর্ণিত আছে- নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ শবে বরাতের রাতে সকল বিষয়ের চ,ড়ান্ত ফয়সালা করেন এবং শবে ক্বদরের রাতে তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববান ফেরেশতাদের কাছে ন্যস্ত করেন । (তাফসীরে বাগভী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ২২৮)

এ রকম ৬৫ টি তাফসীর গ্রন্থে লাইলাতুম মোবারাকা বলতে শবে ক্বদরের পাশাপাশি মধ্য শাবান অর্থাৎ ১৪ শাবানের রাতের কথাও গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে।

শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। আমি এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ। কারণ ঃ

(এক) কুরআন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কদর দ্বারা করা হয়। সেই সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ﴿٣﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿١﴾إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
﴿٥﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٤رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾

অর্থ ঃ আমি এই কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকা (ফেরেশ্তাগণ) ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। এই শান্তি ও নিরাপত্তা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা কাদর, ১-৫)

অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল-কদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

(দুই) সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকার অর্থ যদি শবে বরাত হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাড়ায় আল কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসের লাইলাতুল কদরে।

যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

অর্থঃ রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন।

(তিন) অধিকাংশ মুফাচ্ছিরে কিরামের মত হল উক্ত আয়াতে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। শুধু মাত্র তাবেয়ী ইকরামা রহ. এর একটা মত উল্লেখ করে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন বরকতময় রাত বলতে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতকেও বুঝানো যেতে পারে।

তিনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ বরকতময় রাতের দ্বারা উদ্দেশ্য যদি শবে বরাত হয় তাহলে শবে

কদর অর্থ নেয়া চলবেনা।

(চার) উক্ত আয়াতে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা শবে বরাত করা হল তাফসীর বির-রায় (মনগড়া ব্যাখ্যা), আর বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দ্বারা করা হল কুরআন ও হাদীস সম্মত তাফসীর। সকলেই জানেন কুরআন ও হাদীস সম্মত ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে মনগড়া ব্যাখ্যা (তাফসীর বির-রায়) গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

(পাচ) সূরা দুখানের ৪ নং আয়াত ও সূরা কদরের ৪ নং আয়াত মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ মুফাচ্ছিরে কিরাম এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন এবং সূরা দুখানের 'লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ শবে বরাত নেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেন ঃ "কোন কোন আলেমের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। কিন্তু এটা একটা বাতিল ধারণা।"

অতএব এ আয়াতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' এর অর্থ লাইলাতুল কদর। শাবান মাসের পনের তারিখের রাত নয়।

(ছয়) ইকরামা (রঃ) বরকতময় রজনীর যে ব্যাখ্যা শাবানের ১৫ তারিখ দ্বারা করেছেন তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও প্রচার করতে হবে এমন কোন নিয়ম-কানুন নেই। বরং তা প্রত্যাখ্যান করাই হল হকের দাবী। তিনি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নন, তেমনি যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনে থাকতে পারেন অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানোয়াট বর্ণনা দেয়াও অসম্ভব নয়।

(সাত) শবে বরাতের গুরুত্ব বর্ণনায় সূরা দুখানের উক্ত আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ আকীদাহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শবে বরাতে সৃষ্টিকূলের হায়াত-মাউত, রিযক-দৌলত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। আর শবে বরাত উদযাপনকারীদের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশী এ ধারণাই পোষণ করেন। তারা এর উপর ভিত্তি করে লাইলাতুল কদরের চেয়ে ১৫ শাবানের রাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়গুলি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। তাই যারা শবে বরাতের গুরুত্ব বুঝাতে উক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন তারা মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ থেকে দূরে সরানোর কাজে লিপ্ত, যদিও মনে-প্রাণে তারা তা ইচ্ছা করেন না।

(আট) ইমাম আবু বকর আল জাসসাস তার আল-জামে লি আহকামিল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে লাইলালাতুন মুবারাকা দ্বারা মধ্য শাবানের রাত উদ্দেশ্য করা ঠিক নয় বলে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন : লাইলাতুল কদরের চারটি নাম রয়েছে, তা হল : লাইলাতুল কদর, লাইলাতু মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাআত ও লাইলাতুস সিক।

(আল জামে লি আহকামিল কুরআন, সূরা আদ-দুখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

লাইলাতুল বারাআত হল লাইলাতুল কদরের একটি নাম। শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের নাম



হাদীস এর আলোকে শব-ই-বরাত

সিহাহ সিত্তাহ বা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিসগ্রন্থের কোনো কোনো হাদিসে এই রাতের বিশেষত্ব নির্দেশক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও এই রাতের বিশেষত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদিসগুলোর সনদ বিভিন্ন মানের এবং এবিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। হাদিস শাস্ত্রে 'শবে বরাত' বলতে যে পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো "নিসফ শাবান" বা "লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান" তথা "শা'বান মাসের মধ্য রজনী"। একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন।

— *(ইবনু মাজাহ, আস- সুনান ১/৪৪৫; বাযযার, আল-মুসনাদ ১/১৫৭, ২০৭, ৭/১৮৬; আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ২/১৭৬; ইবনু আবি আসিম, আস-সুন্নাহ, পৃ ২২৩-২২৪; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/৪৮১; তাবরানী, আল-মুজাম আল-কাবীর, ২০/১০৮, ২২/২২৩; আল-মুজাম আল-আওসাত, ৭/৬৮; বায়হাক্বী, শু’আবুল ঈমান, ৩/৩৮১; ইবনু খুযায়মা, কিতাবুত তাওহীদ ১/৩২৫-৩২৬।)*[সনদ হাসান][৬][৭][৮]

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্নিত আছে, মুহাম্মাদ (সঃ) এ মাসে বেশি বেশি নফল রোযা পালন করতেন। শাবান মাসের রোযা ছিল তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এমাসের প্রথম থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত এবং কখনো কখনো প্রায় পুরো শাবান মাসই তিনি নফল সিয়াম পালন করতেন। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

“এ মাসে রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের কর্ম উঠানো হয়। আর আমি ভালবাসি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল উঠানো হোক।”

— *(নাসাঈ, আস-সুনান ৪/২০১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৪৭।*[সনদ হাসান][৬]*)*

হাদিস অনুসারে এই রাত দোয়া কবুল, ক্ষমা প্রার্থনা সহ আল্লাহ'র কাছে চাওয়ার রাত। যথা:

عليه وسلم : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينـزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر.

(رواه ابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا حديث ضعيف لأن في سنده ابن أبي سبرة وهو معروف بوضع الحديث عند المحدثين. المرجع : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وقال ناصر الدين الألباني في هذا الحديث: إنه واه جداً)

অর্থ : আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন : আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিয্‌ক প্রার্থনাকারী আমি রিয্‌ক দান করব। আছে কি কোন বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে সুস্থ্যতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)

আবূ হুরাইরা বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার আকাশে আসেন। আর প্রতি রাতের মধ্যে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ হাদীস মতে অন্যান্য রাতের মত শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে আসেন।

তাকি উসমানি বলেন, "এ কথা বলা একেবারেই ভুল যে, শবেবরাত কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং আসল সত্য হল, ১০ জন সাহাবি থেকে এই হাদিস বর্ণিত আছে। যে হাদিসগুলোয় নবী করীম (সা.) এই রাতের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। সেই হাদিসগুলোর মধ্যে কিছু হাদিস সনদের দিক থেকে যদিও কিছুটা দূর্বল। যার কারণে কয়েকজন আলেম বলেছেন এই রাতের ফজিলতের কথা ভিত্তিহীন। কিন্তু এর স্বপক্ষে অন্য অনেক হাদিস পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে সেগুলোর দূর্বলতা দূর হয়ে যায়।"

'লাইলাতুল বরাতের রাতটি তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইবাদতের মাধ্যমে এ রাত উদ্যাপন করেছেন। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন–

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে নামায পড়ছিলেন এবং সিজদায় দীর্ঘ অবস্থানের কারণে আমি মনে করলাম যে, তিনি ইনতেকাল করেছেন। তাঁর অবস্থা জানার জন্য আমি তাঁকে নাড়া দিলে তিনি নড়ে উঠেন এবং আমি তাঁকে সিজদায় বলতে শুনেছি "হে আল্লাহ্, আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার রাগ থেকে আশ্রয় চাই আর আপনার যথাযথ প্রশংসা আমি করতে পারব না; এজন্য আমি আপনার সেই প্রশংসা করছি, যা আপনি আপনার জন্য করেছেন। এরপর সিজদাহ থেকে মাথা উত্তোলন করেছেন। অতঃপর নামায শেষ করে আমাকে বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ্র রাসূল কি তোমার সাথে কোন ধরণের খিয়ানত করেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এ ধরণের কোন কিছু নয়; বরং সিজদায় আপনাকে দীর্ঘকাল অবস্থানের কারণে আমি মনে করেছি যে, আপনি ইনতেকাল করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি কি জান না এটি বরাতের রাত ? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর

রাসূল ভাল জানেন। এরপর তিনি বললেন, আজ 'শাবান মাসের পনের তারিখ। এ রাতে মহান রাব্বুল আলামীন ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন। রহমত প্রার্থনাকারীদের রহমত প্রদান করেন এবং বিদ্বেষীদের অবকাশ দেন।"(ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, ঘ: ৫ম, পৃ: ৩৬১;আব্দুল আজীম আল-মুনাভী, আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি:, খ:২,পৃ:৭৪ ;আব্দুর রহমান মুবারক পুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, খ: ৩, পৃ: ৩৬৬)

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا ، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ , أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ , أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ , أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন শা'বান মাসের পনের তারিখ উপনীত হলে তোমরা ইবাদতের মাধ্যমে রাত উদ্যাপন কর এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, মহান রাব্বুল আলামীন সূর্য অস্তমিত হবার পর প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করার কে আছে, যাকে আমি ক্ষমা করব? রিযিক প্রার্থনা করার কে আছে, যাকে আমি রিযিক প্রদান করব? কে বিপদগ্রস্ত আছে, যাকে আমি বিপদ মুক্ত করব? এভাবে ফজর পর্যন্ত বিভিন্ন কিছু প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতে থাকবেন।"(ইমাম ইবনু মাজাহ, আস্ সুনান, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ: ১ম, পৃ: ৪৪৪; কাযী শাওকানী, তুহফাতুজ জাকেরীন, দারুল ক্বলম, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ইং, খ: ১ম, পৃ: ২১৭;ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১২১৩ হিজরী, খ: ৫ম, পৃ: ৩৫৪)

উল্লেখ্য, হাদিস শরিফে বর্ণিত "আল্লাহ তায়ালা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন" এর মর্মার্থ হচ্ছে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে অতীব নৈকট্য প্রদান করেন।(মুল্লা আলি কারি,মিরকাত,দারুল ফিকর,বৈরুত,১ম সংস্করণ,১৪২২হি,খ.৩,পৃ.৯৬৯;আল্লামা সনদি,হাশিয়া আলা সুনানু ইবনে মাজাহ,প্রকাশনা ও তাং অনুল্লিখিত,খ.৩,পৃ.১৫৭; আল্লামা সনদি,হাশিয়া আলা সুনানু ইবনে মাজাহ, প্রকাশনা ও তাং অনুল্লিখিত,খ.৩,পৃ.১৫৭)

বাক্যটি রূপাকার্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। "কেউ যদি আমার জন্য এক হাঁটু পানিতে নামে,আমি তার জন্য একগলা পানিতে নামি।এর উদ্দেশ্য হচ্ছে - সামান্য কিছুর বিনিময়ে অধিক প্রতিদান দেয়া। কারণ আল্লাহ তায়ালা উঠা-নামা,স্থান-কাল ইত্যাদি অবস্থা থেকে পবিত্র।(ইমাম তাফতাযানি,শরহুল মাকাসিদ,দারুল মায়ারিফুন নুমানিয়্যাহ,পাকিস্থান,প্র.১৪০১ হি.,খ.২,পৃ.২৭০)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

"আমি এক রাত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঘরে পাইনি। অতঃপর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ভয় কর যে আল্লাহ্ এবং

তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার উপর অন্যায় করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মূলত তা-ই নয়; বরং আমি মনে করেছি যে আপনি আপনার কোন স্ত্রীর নিকট এসেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত কুদরতিভাবে প্রথম আসমানে আসেন আর 'কাল্ব' নামক গোত্রের ছাগলের সমুদয় পশমের চেয়েও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দেন।"(ইমাম তিরমিযী, আল-জামেঈ আস-সহীহ, দারু, ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরবি, বৈরুত, খ. ৩য়, পৃ. ১১৬; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরী, খ. ৬, পৃ. ২৩৮;বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, তারিখ বিহীন, খ. ১৭, পৃ: ৪৯; ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান; দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী, খ. ৩য়, পৃ. ৩৭৯)

রাসূলুল্লাহর এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন,

خَصَّهُمْ لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ غَنَمًا مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ.

"কল্ব গোত্রের ছাগল সবচেয়ে বেশি হবার কারণে তিনি এ গোত্রের ছাগলের কথা উল্লেখ করেছেন।" মূলত সংখ্যা নয়; বরং আধিক্য বোঝানোই উদ্দেশ্য। উল্লিখিত হাদিস শরিফ দ্বারা বোঝা গেল যে, 'লাইলাতুল বরাত' রাসূলের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। (.মোল্লা আলী ক্বারী, প্রাগুক্ত,খ.৩য়,পৃ.৯৬৮)

লাইলাতুল বরাতের নামকরণ : 'লাইলাতুল বরাতের' বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে। এটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন হাদিস শরিফে এটি 'লাইলাতুন নিস্ফ মিন শা'বান' নামে এসেছে। মুহাদ্দিসিনে কিরাম, মুফাস্সিরিনে ইজাম এবং ফুকাহায়ে কিরামসহ অন্যান্যদের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত। আবার স্থানভেদে এর পরিচিতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন উপমহাদেশে এটি 'শবে বরাত' নামে অধিক পরিচিত। তবে 'লাইলাতুল বরাত' নামটিও অধিকাংশ মানুষ জানে। 'লাইলাতুল বরাতের' কতিপয় নাম হল 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' তথা বরকতময় রাত; কেননা এতে নেককারদের ওপর অধিক পরিমাণে বরকত অবতীর্ণ হয়। এ বরকত 'আরশ' থেকে 'তাহতাস্ সারা' পর্যন্ত পৌঁছে (২) 'লাইলাতুর রহমত' বা রহমতের রাত; কেননা এ রাতে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয় (৩) 'লাইলাতুল বরাত' বা মুক্তির রাত; কেননা এ রাতে মুমিন ব্যক্তির মুক্তি লেখা হয় এবং অসংখ্য জাহান্নামীদের মুক্তি দেয়া হয়। (৫) লাইলাতুল ক্বিস্মাহ ওয়াত্-তাক্বদীর বা বন্টনের রাত; কেননা, এ রাতে মানুষের রিযিক বন্টন করা হয় (৬) 'লাইলাতুর তাগফীর' বা ক্ষমার রাত। ইমাম সবুকী বলেন, এ রাতে অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করা হয় (৭) 'লাইলাতুল ইজাবা' বা দোয়া কবুলের রাত, কেননা এ রাতে দোয়া কবুল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন, এ রাতটি দোয়া কবুল হয় এমন পাঁচ রাতের একটি (৮) 'লাইলাতুল হায়াত' বা হায়াতের রাত। (৯) 'লাইলাতু ঈদিল মালায়িকা' বা ফেরেশতাদের খুশির রাত; কেননা এটি ফেরেশতাদের দুটি ঈদের একটি (১০) 'লাইলাতুত্-তাজীম' বা সম্মানিত রাত (১১) 'লাইলাতুল গুফরান ওয়াল ইতকি মিনাল নিরান' বা ক্ষমা করার রাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত (১২) 'লাইলাতুল ক্বদর' বা নির্ধারণের রাত; কেননা এ রাতে মানুষের হায়াত-মৃত্যু ও রিযিক নির্ধারণ করা হয় (১৩) 'লাইলাতুস্ সক্' বা দফতর লিপিবদ্ধের রাত। কেননা এ রাতে আমলের দফতর লিপিবদ্ধ করা হয়। (১৪) 'শবে বরাত' বা মুক্তির রাত। এটি উপমহাদেশে প্রচলিত।(শাইখ সালিম সনহুরী, ফাদায়িলু লাইলাতি নিস্ফি শাহরি শাবান, পৃ: ২-৪; আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, প. ৪১৬)

শবে বরাত : সুন্নাত নাকি বিদআত

মুসলিম সমাজে বিতর্কবহুল বিষয়সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল, শবে বরাত। এটি কি সুন্নত? না বিদআত? কেউ বলেন সুন্নত, কেউ বলেন বিদআত। এখানে বিতর্কটা কয়েকটা বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হতে দেখা যায়।
ক) শবে বরাত কি ভাগ্য রজনী নাকি মুক্তির রজনী? অথবা এ রাতকে কী নামে নামকরণ করা উচিত?
খ) শবে বরাতের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আছে কি না?
গ) এ রাতে ঘুমিয়ে থাকলেও কি মাগফিরাত পাওয়া যাবে?
ঘ) শবে বরাতের বিষয়ে ইমামগণের মতামত।
ঙ) শবে বরাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ নামাজের প্রথা।
আমরা সবগুলো বিষয়কে দালিলিক বিশ্লেষণ করে সঠিক মতটা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ক) শবে বরাত কি ভাগ্য রজনী নাকি মুক্তির রজনী। অথবা এ রাতকে কী নামে নামকরণ করা উচিত?

ভারত উপমহাদেশে সাধারণ মানুষের মাঝে এ রাত ভাগ্য রজনী হিসেবেই অধিক প্রচলিত। ভারতে এক সময় ফারসি ভাষারই আধিপত্য ছিল। তাই ইসলামের অনেক শব্দই এ অঞ্চলে ফার্সি ভাষায় ব্যবহার হয়। যেমন; নামায, রোযা, শবে কদর ইত্যাদি। সে হিসেবে এ রজনীকে ফার্সিতে বলা হয় শবে বরাত। শব অর্থ রাত আর বরাত অর্থ অংশ, ফরমান, নির্দেশনামা ইত্যাদি। দুটোই ফার্সি শব্দ। যেহেতু এ অঞ্চলের মুসলমানদের ধারণামতে এই রাতে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের হিসাব ও জীবিকার বণ্টন হয়, তাই তারা একে শবে বরাত নামে আখ্যায়িত করে থাকে। –ফিরুযুল লুগাত পৃ.১৬৫, ৬৩৯

তবে ভারত উপমহাদেশ বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুহাক্কিক আলেমগণ অর্ধ-শাবানের রাতকে লায়লাতুল বারাআত (ليلة البراءة) বা মুক্তির রজনী বলেন। যেহেতু কোনো কোনো হাদীসে এ রাতে ব্যাপক মাগফিরাত ও পাপের অশুভ পরিণাম থেকে রেহাই পাওয়ার ঘোষণা এসেছে, তাই তাঁরা অনেক আগে থেকে এ রাতকে ‘শবে বারাআত বা মুক্তির রজনী’ শব্দে ব্যক্ত করেন। এটা এ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

অনেকে ‘শবে বরাতে’র অর্থ ‘ভাগ্য রজনী’ না নিয়ে শব্দটিকে ‘মুক্তির রজনী’ অর্থে ব্যবহার করাকে নবোদ্ভাবিত ব্যবহার বলে নিন্দা করতে চান। তাই এটা যে এদেশে নতুন নয় বরং প্রাচীনকাল থেকে এর যে ব্যবহার ছিলো, তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো–
যাদের কিতাবে ‘শবে বারাআত’ বা মুক্তির রজনী শব্দের ব্যবহার ব্যবহার পাওয়া যায়–

১. আল্লামা তাহের পাটনী (৯৮৬ হি.) বলেন,

وقال ابن دحية : أحاديث صلاة البراءة موضوعة.

ইবনে দিহয়া বলেন, শবে বরাতের (নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে) নামাজ-সংক্রান্ত সবগুলো হাদীস মাউযু (জাল)। -তাযকিরাতুল মাউযুআত পৃ. ৪৫-৪৬

২. মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪হি.)। আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.) বলেন,

وقال علي القاري في رسالة له ألفها في ليلة القدر وليلة البراءة

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) তার 'লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুল বারাআত' নামক রিসালায় বলেন। -আলআসারুল মারফুআ, পৃ.১৫৫

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (১৩৫২ হি.) বলেন,

وصح الروايات في فضل ليلة البراءة

লায়লাতুল বারাআতের ফযিলত সম্পর্কে বিভিন্ন সহীহ হাদীস রয়েছে। -আলআরফুশ শাযী (সুনানে তিরমিযির টীকা) ১/১৫২

সম্ভবত ইবনে দিহয়ার কথাকে আল্লামা তাহের পাটনী নিজের দেশের প্রচলিত শব্দে প্রকাশ করেছেন। তবে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য এলাকার আলেমগণ এ রাতকে 'লায়লাতুন নিসফি মিন শাবান' (শাবানের মধ্যরজনী) শব্দে উল্লেখ করেন। আর এটাই হাদীসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মত।

এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা যাবে কিনা?

এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা কোনো ভাবেই সঠিক নয়। যারা ভাগ্য রজনী বলেন, তারা দলিল হিসেবে সূরা দুখানের তৃতীয় আয়াত পেশ করেন। কিন্তু সেটা সঠিক নয়। কারণ, সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

আল্লাহ তাআলা বলেন: 'হা-মীম। শপথ কিতাবের, যা (সত্যের) সুস্পষ্টকারী। আমি এটা নাযিল করেছি এক বরকতপূর্ণ রাতে। (কেননা) আমি মানুষকে সকর্ত করার ছিলাম। এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় আমার নির্দেশে স্থির করা হয়। (তাছাড়া) আমি (এক) রাসূল পাঠাবার ছিলাম।' -সূরা দুখান (৪৪) : ১-৫)

ইবনে কাসীর (রহ.) সূরা দুখানের শুরুতে নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনুল কারীম সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তা বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

'আমি তা বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি।' -সূরা দুখান (৪৪) : ৩

আর সেটা হলো কদরের রাত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে।' -সূরা কদর (৯৭) : ১

কদরের রাতটি ছিল রমযান মাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

'রমযান মাসই হলো সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।' -সূরা বাক্বারা (২) : ১৮৫

পবিত্র কুরআন দুনিয়ার আকাশে বায়তুল ইয্যাত নামক স্থানে একবারে অবতীর্ণ হয়। আর এটা ছিল রমযান মাসের কদরের রাতে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পৃথক পৃথকভাবে (কুরআন) নাযিল করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا * وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

'কাফিররা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে। তারা আপনার কাছে কোনো সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।' -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩২-৩৩

এরপর ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, যে বলে, 'সেই (বরকতময়) রাত হলো, শা'বান মাসের মধ্য রজনী (যেমনটি ইকরিমা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে), তাহলে সেটা তো অনেক দূরবর্তী আশা। অথচ সরাসরি কুরআনের শব্দ দ্বারা প্রমাণিত যে, সেটা ছিল রমযান মাস।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

(এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় আমার নির্দেশে স্থির করা হয়। -সূরা দুখান (৪৪) : ৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন,

في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر، وأبي مالك، ومجاهد، والضحاك، وغير واحد من السلف.

কদরের রাতে সৃষ্টি সম্পর্কিত এক বছরের সকল গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা লওহে মাহফুয থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। যাতে লেখা থাকে, এ বছর কারা জন্ম গ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ইবনে ওমর (রাযি.), আবু মালেক, মুজাহিদ, যহহাক এবং

আরো অন্যান্য সালাফে সালিহীনদের থেকে। -তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৪৬০-৪৬১; ৭/২৪৫-২৪৬
ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) বলেন,

و قد روي عن عكرمة و غيره من المفسرين في قوله تعالى : { فيها يفرق كل أمر حكيم } أنها ليلة النصف من شعبان و الجمهور على أنها ليلة القدر و هو الصحيح.

ইকরিমাসহ অন্যান্য মুফাস্সির থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী: فيها يفرق كل أمر حكيم (এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। -সূরা দুখান (৪৪) : ৪) তাদের মতে এ রাত দ্বারা শাবান মাসের মধ্য রজনী উদ্দেশ্য। তবে অধিকাংশ ইমামগণ এর দ্বারা লাইলাতুল ক্বদর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইবনে রজব বলেন, 'আর এটাই সহীহ মত।' -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৪

উপরিউক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হলো, শাবান মাসের মধ্য রজনীকে ভাগ্য রজনী বলা দলিলসম্মত নয়।

খ) শবে বরাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আছে কি না?
এখানে শবে বরাত বা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান (পনের শাবানের রাত) বিষয়ক কিছু হাদীস হুকুমসহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হল।
১ম হাদীস-

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

মুআয ইবনে জাবাল বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে (শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। -সহীহ ইবনে হিব্বান ১৩/৪৮১, হাদীস ৫৬৬৫; শুআবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকী ৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩

মুআয (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদ বা সূত্র বিষয়ক একটি পর্যালোচনা
এই সনদে রাবি মাকহুল (মৃত্যু: ১১২ হিজরী) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মালিক বিন য়ুখামির (মৃত্যু: ৭০ হিজরী) থেকে। হাফেয যাহাবী তাঁর "সিয়ারে আ'লামিন নুবালা" কিতাবে মাকহুলের জীবনীতে বলেন,

مكحول .... وروى أيضا عن طائفة من قدماء التابعين، ما أحسبه لقيهم، كأبي مسلم الخولاني، ومسروق، ومالك بن يخامر.

"মাকহুল মালিক বিন য়ুখামির সহ বেশ কয়েকজন তাবেঈ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আমার ধারণা, তিনি হয়ত তাঁদের সাক্ষাত পাননি।" -সিয়ারে আ'লামিন নুবালা ৫/১৫৬
প্রসঙ্গত, এই কথাটি যাহাবী শুধু "সিয়ারে আ'লামিন নুবালা" কিতাবেই বলেছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে বলেননি। এ ধরনের কথা তাঁর পূর্ববর্তীদের কেউ বলেননি। ইবনে তুরকুমানি ও ইবনে হাজারও তাঁদের কিতাবে এ বিষয় কোনো মন্তব্য করেননি। -দ্রষ্টব্য : তাযকিরাতুল হুফফায

১/৮২, রাবি ৯৬; মিযানুল ই’দিতাল ৪/১৭৭, রাবি ৮৭৪৯; কাশেফ ৪/৩৩৯, রাবি ৫৬২০; এবং তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪০৩, রাবি ৮১০৫; ইকমাল ৬/৩৫৬, রাবি ৪৯০০
হাফেয মিযযী “তাহযীবুল কামাল” কিতাবে মাকহুলের জীবনীতে মাকহুলের উস্তাযের তালিকায় মালিক বিন য়ুখামির এর নাম এনেছেন। তবে তাদের মাঝে সাক্ষাত প্রমাণিত আছে কি না, এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। -তাহযীবুল কামাল ৭/২১৬, রাবি ৬৭৬৩

কিন্তু পরবর্তীদের মধ্যে শায়েখ আলবানী ও শায়েখ শুআঈব আরনাউত তাদের কিতাবে যাহাবির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মাকহুল ও মালিক বিন য়ুখামির এর মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই। কাজেই এখানে ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা আছে। তবে তারা হাদীসটিকে যঈফ বলেন না; বরং মুতাবি ও শাওয়াহেদ (সমার্থক বর্ণনা) এর ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ বলেন। -সিলসিলা সহীহাহ ৪/১৩৫, হাদীস ১৫৪৪; শুআইব আরনাউত তাহকীককৃত সহীহ ইবনে হিব্বানের টিকা দ্রষ্টব্য ১২/৪৮১, হাদীস ৫৬৬৫
সালাফী আলেমগণের কেউ কেউ উপরিউক্ত একই কারণে সনদটিকে মুনকাতি বিবেচনা করে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করে থাকেন। অথচ হাফেয যাহাবী রহ. মালিক বিন য়ুখামির এর সাথে মাকহুল এর সাক্ষাত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে বলেননি; বরং ধারণাভিত্তিক বলেছেন। তবে বাস্তবতা হলো; উভয়ের বয়স, মৃত্যুসন এবং উস্তায-শাগরেদের তালিকা বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তাদের মাঝে সাক্ষাৎ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ইমাম মুসলিমের দৃষ্টিতে, ‘মুআনআন’ হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ ইত্তিসাল হওয়ার জন্য রাবি এবং মারবি আনহু (যার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়) এর মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া শর্ত নয়। বরং সাক্ষাতের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট। উল্লেখ্য, এটা শুধু ইমাম মুসলিমের মাযহাব নয়, বরং জুমহুর মুহাদ্দিসেরও মাযহাব। -সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ২১-২৩

সুতরাং হাফেয যাহাবির অনুমাননির্ভর কথার উপর ভিত্তি করে এই সনদকে মুনকাতি ধরে হাদীসটিকে যঈফ আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। বরং জুমহুর মুহাদ্দিসের মাযহাব অনুযায়ী সনদটি মুত্তাসিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং মুত্তাসিল হওয়ার পাশাপাশি সনদের সকল রাবিগণ নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে বর্ণনাটি সহীহ সাব্যস্ত হবে। এজন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান হাদীসটি “কিতাবুস সহীহ” এ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান বলেছেন; কিন্তু হাসান হাদীস সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার।

উক্ত হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

ইমাম মুনযিরী বলেন,

رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أبي موسى الأشعري والبزار والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به

ইমাম তাবরানী “আলমুজামুল আওসাতে”, ইমাম ইবনে হিব্বান তার “কিতাবুস সহীহ’ গ্রন্থে, ইমাম বাইহাকী “শুআবুল ঈমান’ গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ উক্ত শব্দে আবু মুসা আশআরী (রাযি.) এর সূত্রে এবং ইমাম বাযযার ও ইমাম বাইহাকী আবু বকর সিদ্দীক

(রাযি.) এর সূত্রে এ ধরনের শব্দে বর্ণনা করেন। সনদে কোনো সমস্যা নেই। -আততারগীব ওয়াততারহীব ২/৭৩, হাদীস ১৫৪৬; ৩/৩০৭, হাদীস ৪১৯০

নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন,

.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ

ইমাম তাবরানী আলমুজামুল কাবীর ও আলমুজামুল আওসাত এ বর্ণনা করেছেন। সনদের সকল বর্ণনাকারী সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য। -মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫, হাদীস ১২৯৬০
শায়েখ আলবানী (রহ.) উক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة .

হাদীসটি সহীহ। বিভিন্ন সনদে সাহাবীদের একটি জামাত থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যা পরস্পর পরস্পরকে সুদৃঢ় করে। (হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবীগণ হলেন) মুআয ইবনে জাবাল, আবু সা'লাবা আল-খুশানী, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আবু মুসা আল-আশআরী, আবু হুরায়রা, আবু বকর সিদ্দীক, আউফ ইবনে মালেক এবং আয়েশা (রাযি.)।
এরপর শায়খ আলবানী (রহ.) এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর লেখেন,

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث

এসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ প্রমাণিত হয়। আর এরচেয়ে কম সংখ্যক (দুর্বল) সনদ বা সূত্র দ্বারা একটা হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হয়, যদি সনদটি বেশি দুর্বল (الضعف الشديد) হওয়া থেকে মুক্ত থাকে। যেমন, এই হাদীসের অবস্থা।
তারপর আলবানী (রহ.) ওই সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেন, যারা কোনো ধরণের খোঁজখবর ছাড়াই বলে দেন যে, শবে বরাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। তিনি বলেন,

فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في "إصلاح المساجد" (ص 107) عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه ، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك . والله تعالى هو الموفق .

শায়েখ আলক্বাসেমী (রহ.) 'ইসলাহুল মাসাজিদ' এর মধ্যে জারহ-তাদীলের ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'শাবান মাসের মধ্য রজনীর ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই।' তার এ কথার উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। তবে যদি কেউ অনুরূপ কথা বলে, তাহলে তাড়াহুড়া করার কারণে এবং এ বিষয়ের সকল হাদীস ও সনদ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই না করার কারণে এমন বলেছে। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। -সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহা ৩/১৩৫-১৩৯
উক্ত হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ 'কাসীর ইবনে মুররাহ' এর সূত্রে মুরসাল সনদে বর্ণনা

করেন। শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ (হাফিযাহুল্লাহ) মুসান্নাফের টীকায় এ হাদীসের বেশ কিছু সনদ বিশ্লেষণ করে বলেন,

هذه الأحاديث-وغيرها كثير- وإن كان في كل منها مقال إلا أنها تتقوى ببعضها ولا ريب، بل حديث معاذ بمفرده حسنه العراقي كما في "شرح المواهب" للزرقاني 412:7. ونقل الشيخ جمال الدين القاسمي في "إصلاح المساجد" (ص107) عن بعضهم أنه لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث: فهو –على غموضه- غير سديد، وما هو إلا منافرة منه رحمه الله لما عليه جمهرة المسلمين من تكريم هذه الليلة.

এই হাদীসসমূহ (এর বাহিরে এ হাদীসের আরো অনেকগুলো সনদ রয়েছে) যদিও এর প্রত্যেকটি নিয়েই কিছু কিছু সমালোচনা রয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে এর (সনদগুলো এ পর্যায়ের যে) একটা অপরটার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। আর মুআয (রাযি.)-এর হাদীসকে হাফেয ইরাকী (রহ.) এককভাবে হাসান বলেছেন। যেমনটি যুরকানী রহ. 'শরহে মাওয়াহেবে' উল্লেখ করেছেন। শায়েখ জামাল উদ্দীন আলক্বাসেমী 'ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে কারো কারো থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'শাবান মাসের মধ্য রজনীর ফযীলত সম্পর্কে কোনো হাদীস সহীহ নয়।'

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ আরো বলেন, তার কথা (অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হওয়ার পাশাপাশি) সঠিক নয়। অধিকাংশ মুসলিম এই রাতকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া সত্ত্বেও বিষয়টা তিনি অপছন্দ করার কারণে এমন করেছেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন। -মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, তাহকীক- শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ ১৫/৪০৪-৪০৫

২য় হাদীস

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "

হাসান ইবনে আলী আলখাল্লাল থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি ইবনে আবী সাবুরাহ থেকে, তিনি ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি মুআবিআ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পনের শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখো। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোনো রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪, হাদীস ১৩৮৮

এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। সুনানে ইবনে মাজার বর্ণনায় 'ইবনে আবী ছাবুরা' নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার সম্পর্কে কেউ কেউ হাদীস জাল করার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তাদের এই অভিযোগটি সঠিক নয়। বরং তার স্মৃতিশক্তির দর্বলতা জনিত কারণে তিনি বেশ ভুল করেছেন।

রিজাল শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা যাহাবি রাহ. 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'য় তার ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে যথোপযুক্ত হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন, **وهو ضعيف الحديث من قبل حفظه**. (স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তার থেকে বর্ণিত হাদীস যয়ীফ সাব্যস্ত হবে।) -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী, ৭/৩৩০

অনুরুপভাবে ইমাম বুসীরী রহ. 'যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ'য় উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন, **إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي سبرة** (ইবনে আবী ছাবুরা দুর্বল রাবি হওয়ার কারণে সনদটি যয়ীফ)। তিনি হাদীসটি মাওযূ বলেননি। -যাওয়াইদে ইবনু মাজাহ, পৃ. ২০৩, হাদীস ৪৫৩

শায়েখ আলবানী তার 'সিলসিলাতুয যয়ীফা' (৫/১৫৪) তে ইবনে আবী সাবুরার হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং হাদীসটিকে موضوع السند বলেছেন; অর্থাৎ এর 'সনদ' মওযূ। যেহেতু অন্যান্য 'সহীহ' বর্ণনা উক্ত হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করে, সম্ভবত এজন্যই শায়খ আলবানী রহ. সরাসরি 'মওজূ' না বলে 'মওযুউস সনদ' বলেছেন। তবুও শায়খ আলবানীর এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক হলো, এ বর্ণনা মওযূ নয়, বরং 'যয়ীফ'। যা তিনি নিজেই 'লাতাইফুল মাআরিফ' থেকে ইবনে রজব রহ.র মত বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো (إسناده ضعيف) তার হাদীস (মাওযূ নয় বরং) যয়ীফ। যেমনটি পূর্বে ইমাম যাহাবি থেকে নকল করা হয়েছে। রিজাল শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে ইবনে আবি সাবুরার জীবনী সার্বিক অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার ক্ষেত্রে হাফেয যাহাবির কথাই সঠিক ও যথার্থ। এতএব, ইবনে আবি সাবুরার হাদীস যয়ীফ হতে পারে; মওযূ নয়। -তাহযীবুল কামাল, মিযযী রহ.,৮/২৫০, আলকামেল, ইবনে আদী, ৯/১৯৬; -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী, ৭/৩৩০

আল্লামা শাওকানী রহ. **الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة** কিতাবে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি ضعيف তথা দুর্বল। -আল ফাওয়াইদুল মাজমুআ, পৃ. ৫৫

আর মুহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া হাদীসের বক্তব্য যেহেতু অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত, তাই এটি কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য নয়। তবে হাদীসের শেষাংশে যে রোজার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। আর যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হলেও এর দ্বারা কখনোই কোনো আকীদা বা আমল সাব্যস্ত হয় না। তাই এ হাদীসের আলোকে শবে বরাতের রোজা প্রমাণিত হয় না।

গ) এ রাতে ঘুমিয়ে থাকলেও কি মাগফিরাত পাওয়া যাবে?

যারা হাদীস কেন্দ্রিক উক্ত বিষয়গুলো না বুঝার কারণে অথবা বুঝতে না চাওয়ার কারণে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' বিষয়ক কোনো হাদীসকে সহীহ হিসেবে মানতে চান না। অথবা এ রাতের আমল বিষয়ে কোনো হাদীসকে আমলযোগ্য স্বীকার করেন না; তারা বলেন, এ রাতের কোনো আমল নেই। এবং এ রাতকে গুরুত্ব দেয়া বা এ রাতে বিশেষভাবে আমল করা সম্পূর্ণ বিদআত। অথবা তারা প্রথম হাদীসকে কিছুটা আমলযোগ্য মেনে নিয়ে বলেন, এ রাতে 'ছাড়ার আমল' আছে কিন্তু 'করার আমল' নেই। অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ ও শিরক ছাড়ার আমল আছে। সুতরাং কেউ হিংসা-বিদ্বেষ ও শিরক থেকে মুক্ত থেকে সারা রাত যদি ঘুমায় তাহলে সে সালাত বা কোনো ইবাদত ছাড়াই এ রাতে ক্ষমা পেয়ে যাবে।

আর যারা উক্ত হাদীসগুলোকে আমলযোগ্য মনে করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত ক্ষমার মুহূর্তগুলোতে ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত–আমল করার চেষ্টা করেন, তাদের কথাগুলো কুরআন–সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের আলোকে সঠিক কি না, তা নিম্নে সবিস্তারে তুলে ধরা হলো–

এই রাতের আমল

উপরের দু'টি হাদীস ও তৃতীয় হাদীস (যা সামনে আসছে) থেকে শবে বরাতে নিচের আমলগুলো সাব্যস্ত হয়–

১. শিরক ত্যাগ করা।

২. কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখা। (যা উপরের হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।)

৩. দীর্ঘ নফল সালাত আদায় করা, যাতে সেজদা দীর্ঘ হবে। (যা পরবর্তী হাদীসে আসছে)

দীর্ঘ নফল সালাত আদায় করা, যাতে সেজদা দীর্ঘ হবে। নিম্নে এ বিষয়ে হাদীস পেশ করা হল,

عَن مُعَاوِيَة بْن صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ.

মুআবিয়া ইবনে সালেহ থেকে, তিনি আলা ইবনুল হারিস (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙুল নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙুল নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! অথবা বলেছেন, হে হুমাইরা! তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশংকা হয়েছিল, আপনার প্রাণ হরণ করা হলো কি না। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন,

هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ.

'এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ–শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। –শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২–৩৮৩

ইমাম বাইহাকী (রহ.) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন,

هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَاء بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَهُ مِنْ مَكْحُولٍ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ، رُوَاتُها قَوْمٌ مَجْهُولُونَ

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, হাদীসটি ভালো মানের মুরসাল সনদে বর্ণিত। সম্ভবত, আলা ইবনুল হারেস হাদীসটি মাকহুল থেকে গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ বিষয়ে অনেক মুনকার বর্ণনা পাওয়া যায়। যার বর্ণনাকারীরা মাজহুল। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে এমন দীর্ঘ নফল সালাত আদায় করা, যাতে সেজদা দীর্ঘ হবে। এটা কাম্য।

উক্ত দু'হাদীস থেকে আরো বুঝে আসে যে, এ রাতের গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো অন্তরকে শিরক ও হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত রাখা। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচে বড় কবীরা হলো শিরক, (অন্যায়ভাবে) হত্যা এবং যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ « أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ الآية

ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সবচে বড় অপরাধ কোনটি? তিনি বলেন: 'কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন: তারপর কোনটা? তিনি বলেন: 'নিজ সন্তানকে জীবিকার ভয়ে হত্যা করা।' ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন: তারপর কোনটা? তিনি বলেন: 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।'

এ কথার সত্যতা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন:

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

অর্থ: আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে বধ করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তিই এরূপ করবে তাকে তার গোনাহের (শাস্তির) সম্মুখীন হতে হবে। (-সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৮) -সহীহ মুসলিম ১/৬৩, হাদীস ১৪২

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,

و من الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء و هي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه و ذلك يمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة و الرحمة

আল্লাহর মাগফিরাত থেকে বঞ্চিতকারী গুনাহের মধ্যে রয়েছে (الشحناء) তথা 'প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা'। রহমত এবং মাগফিরাতের অধিকাংশ সময়ই এ গুনাহটি তাকে আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত রাখে। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৩

আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

” تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

‘প্রতি সোম এবং বৃহষ্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। ফলে যারা আল্লাহর সাথে কোনও কিছুকে শরীক করে না, এমন প্রত্যেক বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না; যার মাঝে এবং তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের মাঝে বিদ্বেষ রয়েছে। তখন বলা হয়, এই দুই জনের ক্ষেত্রে (ক্ষমার ঘোষণা কার্যকর করা থেকে) বিরত থাক, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মাঝে সংশোধন করে নেয়। অনুরূপ কথা তিন বার বলা হয়।’ -সহীহ মুসলিম ২/৩১৭, হাদীস ২৫৬৫

আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন,

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدِيَ بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, তিনি বললেন: ‘এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে।’ তখন আনসারী এক লোক আগমন করল। তার দাঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ওযুর পানি পড়ছিল এবং তার বাম হাতে জুতা ছিল। যখন পরের দিন হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার অনুরূপ কথা বললেন। ফলে ঐ একই ব্যক্তি প্রথমবারের মতো আগমন করলেন। যখন তৃতীয় দিন আসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারো তাই বললেন, তখন ঐ একই ব্যক্তি প্রথম দিনের অবস্থায়ই আগমন করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) তাকে অনুসরণ করলেন। অতঃপর বললেন, ...আমি কসম করেছি তিন দিন আমার পিতার কাছে যাব না। যদি আপনি চান (তিন দিন) অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আমাকে আপনার নিকট আশ্রয় দিবেন, আমি আপনার নিকট অবস্থান করতে চাই। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

আনাস (রাযি.) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, তিনি তার সাথে তিনটি রাত্রিযাপন করেন কিন্তু তাকে রাতের কোনো অংশে সালাত আদায়রত অবস্থায় পাননি। তবে ঘুম না আসায় তিনি যখন বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন এবং বিছানায় তার পাশ পরিবর্তন করেন তখন আল্লাহর যিকির পাঠ করেন ও তাকবীর উচ্চারণ করেন। এক সময় ফজরের সালাতের জন্য ওঠেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন: তবে ভালো কথা ছাড়া আমি তার থেকে আর কিছুই শুনিনি। যখন তিনরাত্রি অতিক্রান্ত হলো এবং তার আমল আমার কাছে ছোট মনে হল। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর বান্দা, নিশ্চয়ই আমার মাঝে এবং আমার পিতার মাঝে কোনো রাগ ছিল না এবং সেখানে কোনো বিচ্ছেদও ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপনার সম্পর্কে তিনবার এ কথা বলতে শুনেছি: 'এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে।' আর তিনবারই আপনি আগমন করেছেন। তাই আমি ইচ্ছা করেছি আপনার নিকট থাকার, যাতে করে আমি লক্ষ্য করতে পারি আপনি (বিশেষ) কোন আমল করেন, আমিও তার অনুসরণ করব। কিন্তু আমি আপনাকে বেশি আমল করা অবস্থায় পাইনি। তাহলে সেটা কোন আমল, যেটা আপনাকে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে? যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তখন তিনি বললেন: 'তুমি যতটুকু দেখেছ ততটুকুই।' আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন: 'যখন আমি ফিরে আসছিলাম, তিনি আমাকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন: 'তুমি যতটুকু দেখেছ ততটুকুই।' এছাড়া আমি আমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখি না এবং এমন কাউকে হিংসাও করি না, সেই কল্যাণের বিষয়ে, যা আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন। আব্দুল্লাহ রা. বলেন: এই গুণই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। এটা এমন একটি গুণ যার উপর আমল করতে সবাই সক্ষম হয় না। -শায়েখ শুআইব আরনাউত বলেন: হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.র শর্ত অনুযায়ী সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক শুআইব আরনাউত ২০/১২৪-১২৫, হাদীস ১২৬৯৭

ইবনে রজব হাম্বলী বলেন,

فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها ..... سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين و إرادة الخير لهم و نصيحتهم و أن يحب لهم ما يحب لنفسه و قد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون : ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

কাজেই শ্রেষ্ঠ আমল হলো, সকল প্রকার বিদ্বেষভাব থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা। ......(একজন মুমিন এমন হবে যে,) সে সমগ্র মুসলমানদের জন্য অন্তরকে বিদ্বেষ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও সদুপদেশ চাইবে এবং সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে মুসলমানদের জন্য তাই পছন্দ করবে। আল্লাহ তাআলা মুমিনের সাধারণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, মুমিনরা (দুআতে) বলেন,

ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। -সূরা হাশর (৫৯) : ১০; লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৩

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» ، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: মানুষের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বলেন: '(আল্লাহর ভয়ে) ভীতসন্ত্রস্ত অন্তর এবং সত্যবাদী জবান।' সাহাবীগণ বললেন: 'সদূকুল লিসান' তো আমরা জানি। তবে 'মাখমুমুল ক্বলব' কোনটি? তিনি বলেন: 'যে অন্তর পবিত্র ও আল্লাহর ভয়ে ভীত, যার কোনো গুনাহ নেই, যে জুলুম করে না এবং কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষও রাখে না।' -সুনানু ইবনে মাজাহ ২/৩১১, হাদীস ৪২১৬

আওযায়ী রহ. الشحناء শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন,

وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا

কারো অন্তরে যে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ থাকা একটি মন্দ প্রবণতা। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম (ও সালাফে সালেহীন) সম্পর্কে অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯২

ঘ) শবে বরাতের বিষয় ইমামগণের মতামত
শবে বরাতের করণীয়-বর্জনীয় আমল সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের কিছু মন্তব্য

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) বলেন,

ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث: "إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعرغنم كلب"... لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر... فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. فإن هذا الإجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد، وقدر من القراءة لم يشرع مكروه. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع بإتفاق أهل العلم بالحديث.

'পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সম্পর্কে একাধিক 'মারফূ' হাদীস ও 'আসারে সাহাবা' বর্ণিত হয়েছে। এগুলো দ্বারা ওই রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এ রাতে নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে। সালাফগণের মধ্যে মদীনার কোনো কোনো আলেম এবং পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ যদিও এই রাতের ফযীলত অস্বীকার করেন এবং এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। যেমন একটি হাদীস: সেদিন আল্লাহ তাআলা কালব গোত্রের বকরির পশম পরিমাণের চেয়ে বেশি মানুষকে ক্ষমা করেন।

কিন্তু হাম্বলী ও গায়রে হাম্বলী অধিকাংশ আলেমই এই রাতের ফযীলতের কথা স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। কেননা, এর ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সালাফ (সাহাবী ও তাবেয়ী)-এর 'আসার'ও বিদ্যমান আছে; যেগুলো 'সুনান'

ও 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলিত হাদীসের কিতাবে (বরং কতক 'সহীহ' শিরোনামের কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতিতে) রয়েছে। যদিও এর কিছু কিছু বর্ণনা ভিত্তিহীনও রয়েছে।
অবশ্য শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মাকরুহ। (বরং পনেরো তারিখের সাথে দু-একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামের মনগড়া নামাযের জন্য জামে মসজিদ, মহল্লার মসজিদ, পথের ধারের মসজিদ এমনকি বাজারের মসজিদে সমবেত হওয়াও বিদআত।' আর নফল সালাতের জন্য শরিয়ত অনুমোদন করেনি এমন নির্দিষ্ট সময়, রাকাতের নির্দিষ্ট সংখ্যা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কিরাতের জন্য সমবেত হওয়া মাকরুহ। আর 'সালাতে আলফিয়া' সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সকল আহলে ইলম একমত যে, তা মাওযু ও ভিত্তিহীন। -ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২

২. মালিকি মাযহাবের ইমাম ইবনুল হাজ্জ রাহ. (৭৩৭হি.) তাঁর রচিত 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে'র ১ম খণ্ডের শেষাংশে শবে বরাতের গুরুত্ব ও শবে বরাত কেন্দ্রিক বিভিন্ন রসম রেওয়াজ সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। -আল-মাদখাল ১/২৯৯-৩১৩

৩. ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.)। সালাফগণ এ রাত কীভাবে কাটাতেন সে প্রসংগে ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) বলেন,

و اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم و يتبخرون و يكتحلون و يقومون في المسجد ليلتهم تلك و وافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك و قال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ببدعة نقله عنه حرب الكرماني في مسائله و الثاني : أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد للصلاة و القصص و الدعاء و لا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه و هذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام و فقيههم و عالمهم و هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. و يتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة و قبول الدعاء في تلك الليلة.

এই রাতের ইবাদত-বন্দেগী কিভাবে করা হবে, এ বিষয়ে শামের আলেমগণ থেকে দুইটি মত পাওয়া যায়:

এক. ইবাদত বন্দেগীর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মুস্তাহাব। খালিদ ইবনে মা'দান, লুকমান ইবনে আমের (রহ.) সহ অন্যান্যরা এই রাতে উত্তম পোষাক পরিধান করতেন, সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করতেন এবং ঐ রাত তারা মসজিদে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ (রহ.) তাদের সাথে একমত ছিলেন। তিনি দলবদ্ধভাবে মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করা সম্পর্কে বলেন, এটা বিদআত নয়। হারব আলকিরমানী তার "মাসায়েল" গ্রন্থে ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ থেকে কথাটি বর্ণনা করেন।

দুই. শামের বিশিষ্ট ফকীহ ও আলেম ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, দুআ, আলোচনা ও নফল সালাতের জন্য মসজিদে জামায়েত হওয়া মাকরুহ। কিন্তু কোনো ব্যক্তি একাকি মসজিদে এসে সালাত আদায় করা মাকরুহ নয়।
ইবনে রজব হাম্বালী রহ. বলেন, আল্লাহ চাহেন তো এটাই সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী কথা। আর প্রত্যেক মুসলিমই এমন সকল গুনাহ (হিংসা-বিদ্বেষ) থেকে বেঁচে থাকার প্রতি যত্নবান হবে, যা

আল্লাহর মাগফিরাত এবং ঐ সকল (ফযিলতপূর্ণ) রাতে (আল্লাহর কাছে বান্দার) দুআ কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত রাখে। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯০

এ রাতের করণীয় সম্পর্কে ইবনে রজব (রহ.) বলেন,

إخواني اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة و التوبة و الإستغفار أما الشرك : إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار و أما القتل فلو اجتمع أهل السموات و أهل الأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار و أما الزنا فحذار حذار من التعرض لسخط الجبار الخلق كلهم عبيد الله و إماؤه و الله يغار لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته فمن أجل ذلك حرم الفواحش و أمر بغض الأبصار و أما الشحناء فيا من أضمر لأخيه السوء و قصد له الإضرار : لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار.

কাজেই তোমরা ঐ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যা- রহমত, তাওবা ও ক্ষমা চাওয়ার বিশেষ মুহূর্তে ক্ষমাশীল রবের মাগফিরাত ও ক্ষমা থেকে বান্দাকে বঞ্চিত রাখে। শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار

'যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন আর তার আবাসস্থল জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।' -সূরা মায়েদা (৫): ৭২

আর হত্যা এমন জঘন্য যে, যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলেই কোনো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে একত্র হয়, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর ব্যভিচার! মহাশক্তিধর আল্লাহর ক্রোধের সামনে থেকে ব্যভিচারের ব্যাপারে সাবধান হও! সকল সৃষ্টি (মানুষ) আল্লাহর দাস কিংবা দাসী। আল্লাহ তাআলা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন। আর কেউ আল্লাহর চাইতে অধিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নেই যে, তার কোনো দাস-দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন এবং চক্ষু অবনত রাখার আদেশ করেছেন।
আর কারো প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব পোষণ করা! হে ওই ব্যক্তি! যে তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা রাখে এবং তার ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করে! (তার সাবধান হওয়া উচিত। কারণ) আল্লাহ তাআলা বলেন,

لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار

'জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্ফরিত।' -সূরা ইব্রাহীম (১৪) : ৪২ গুনাহ মাফের সময়গুলোতে মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়া (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য) যথেষ্ট। -লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৯৪

৪. আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.) চৌদ্দ শাবান দিবাগত রাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন,

قال العبد الضعيف: نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا يكون في كل ليلة لكن يختصر ذلك بالثلث الأخير، وفي ليلة النصف من شعبان يكون من غروب الشمس إلى الفجر ولا ينحصر ذلك في الثلث الأخير، وهذا من فضل هذه الليلة. ... فالظاهر ندبة للأحاديث السابقة ومثلها يعمل في الفضائل، وقال به الأوزعي..

আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। তবে এটা রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু শাবানের মধ্য রজনীতে এ সময়কাল রাতের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি থাকে। এটাই এই রজনীর বৈশিষ্ট্য। ...আর এটা স্পষ্ট যে, পূর্বে উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা এই আমলটা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে। প্রসঙ্গত, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের হাদীসের উপর আমল করা যায়। এমনটিই বলেছেন ইমাম আওযাঈ রহ.।

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. শবে বরাত কেন্দ্রিক বিভিন্ন বেদআত ও গর্হিত কাজ সম্পর্কে বলেন,

ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس في أكثر بلاد الهند من إيقاد السرج ووضعها على البيوت والجدران وتفاخرهم بذلك واجتماعهم اللهو واللعب بالنار وإحراق الكبريت فإنه لا أصل له في الكتب الصحيحة المعتبرة بل ولا في غير المعتبرة، ولم يرو فيها حديث لا ضعيف لا موضوع.

ولا يعتاد ذلك في غير بلاد الهند من الحرمين الشريفين زادهما الله تعظيما وتشريفا ولا في غيرهما ولا في البلاد العجمية ما عدا بلاد الهند بل عسى أن يكون ذلك، وهو ظن الغالب اتخاذا من رسوم الهنود في إيقاد السرج للديوالي، فإن عامة الرسوم البدعة الشنيعة بقيت من أيام الكفر في الهند وشاعت في المسلمين بسبب المجاورة والاختلاط. ...قال بعض المتأخرين من العلماء إن استحداث السرج الكثيرة زيادة على الحاجة لم يرد باستحبابه أثر في الشرع في موضع...قال علي بن إبراهيم وأول حدوث الوقيد من البرامكة وكانوا عبدة النار فلما أسلموا أدخلوا في الإسلام ما يموهون أنه من سنن الدين. ...

আর শবে বরাত কেন্দ্রিক কিছু গর্হিত বিদআত প্রচলিত আছে, হিন্দুস্তানের অনেক এলাকার মানুষ এগুলোর সাথে পরিচিত। যেমন- বাতি প্রজ্বলিত করা এবং তা ঘর ও দেয়ালে রাখা। এগুলো নিয়ে অহমিকা ও উৎসবে মেতে ওঠা। আগুন (আতশবাজি) নিয়ে আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া-তামাশায় সমবেত হওয়া। গন্ধক প্রজ্বলিত করা। গ্রহনযোগ্য বিশুদ্ধ কোনো কিতাবে, এমনকি অগ্রহনযোগ্য কোনো কিতাবেও এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে যয়ীফ বা জাল পর্যায়ের কোনো হাদীসও বর্ণিত হয়নি। ...

সাধারণত হিন্দুস্তানের বাইরে কোনো আরব রাষ্ট্র বা অনারব রাষ্ট্রে এগুলোর প্রচলন দেখা যায় না। যতটুকু মনে হয়, হিন্দুদের দেওয়ালি (দীপাবলি) উৎসব থেকে মুসলিম সমাজে এগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শুধু এটা নয়, মুসলিম সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ বিদআতি প্রথাগুলোই হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করার কারণে হিন্দুদের কিছু প্রথা মুসলিমদের মাঝেও দেখা যায়। ...

শবে বরাত বা এ ধরণের নির্দিষ্ট রজনীতে প্রদীপ সজ্জার বিষয়ে পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা গর্হিত বিদআত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্নি প্রজ্বলন শরীয়তের দৃষ্টিতে কখনোই উত্তম কাজ হতে পারে না। আলী বিন ইব্রাহীম বলেন, অগ্নি প্রজ্বলনের প্রথার সূচনা হয়েছে বারামিক গোত্রের মাধ্যমে।

তারা প্রথমে অগ্নি উপাসক ছিল। পরবর্তীতে যখন তারা ইসলাম গ্রহন করে, তখন এই প্রথাকে ইসলামের রীতিনীতির সাথে মিশিয়ে ফেলে। -মা সাবাতা বিসসুন্নাহ পৃ. ২০০-২১৫

৫.আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (১৩৫২ হি.) বলেন:

هذه الليلة البرائة وصح الروايات في فضل ليلة البراءة وأما ما ذكر ارباب الكتب من الضعاف والمنكرات فلا أصل له ....

শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কিছু সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কিতাব-পত্রে (বিশেষ পদ্ধতির নামায সম্পর্কে যে সকল) যয়ীফ ও মুনকার বর্ণনা রয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। -আলআরফুশ শাযী (সুনানে তিরমিযির টীকা) ১/১৫২

৬.আল্লামা মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি.) বলেন,

اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا ... فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله تعالى أعلم .

জেনে রাখ, চৌদ্দ শাবানের দিবাগত রাতের ফযীলতের বিষয় বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা সমষ্টিগতভাবে সাব্যস্ত করে যে, শরীঅতে এর ভিত্তি আছে। আর এসকল হাদীস সামগ্রিকভাবে ওই সকল লোকদের বিপক্ষে দলিল, যারা দবি করে যে, চৌদ্দ শাবানের দিবাগত রাতের ফযিলত সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই। আল্লাহ অধিক অবগত। -তুহফাতুল আহওয়াযি ৩/৩৬৫

অন্যান্য যেসকল ইমাম চৌদ্দ শাবান দিবাগত রাতে ইবাদত বন্দেগি করা উত্তম বা মুস্তাহাব বলেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম;

১. ইমাম শাফিঈ (রহ.)। -কিতাবুল উম্ম ২/৪৮৫

২. ইবনে আবিদীন শামি। -রদ্দুল মুহতার ২/২৪-২৫

৩. ইবনে নুজাইম। -আলবাহরুর রাইক ২/৫৬

ঙ) শবে বরাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ নামাজের প্রথা

১. আল্লামা তাহের পাটনী (৯৮৬ হি.) বলেন,

وأول حدوث هذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثماني وأربعين وأربع مئة... وقال زيد بن أسلم : ما أدركنا أحدا من مشايخنا وفقهائنا يلتفتون إلى ليلة البراءة وفضلها على غيرها. وقال ابن دحية : أحاديث صلاة البراءة موضوعة .

এই নামাজের প্রচলন সর্ব প্রথম ৪৪৮ হিজরীতে শুরু হয়, বায়তুল মুকাদ্দাসে। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, আমি কোনো মাশায়েখ এবং ফকীহদের মাঝে এমন কাউকে দেখিনি, যিনি শবে বরাতের রাত বা অন্য কোনো রাতের উপর এ রাতের ফযীলতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেছেন। ইবনে দিহয়া বলেন, শবে বরাতের (নির্ধারিত) নামাজ সংক্রান্ত সবগুলো হাদীস মাউযু। -তাযকিরাতুল মাউযুআত পৃ. ৪৫-৪৬

উল্লেখ্য, শবে বরাতের দিন নামায আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করে মাওযুআতের কিতাবে অনেকগুলো বর্ণনা এসেছে। যেমন, সালাতুর রাগাইব ইত্যাদি। সালাতুর রাগাইব নামে বিশেষ এক

ধরনের নামাযের প্রচলন হিজরি চতুর্থ শতকেরও পরে হয়েছে। যা সম্পূর্ণ জাল হাদীস নির্ভর। অনেকে সালাতুর রাগাইবের সূচনাকে মনে করে শবে বরাতের সূচনা। আবার অনেকে চৌদ্দ শাবানের রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতির নামাযের ফযিলত সংক্রান্ত জাল এই মাওযু হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে বলে দেয় যে, 'শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস মওযু ও ভিত্তিহীন। এবং এ বিষয়ে গ্রহনযোগ্য কোনো হাদীস পাওয়া যায় না।

২. ইবনুল কায়্যিম রহ. 'আল-মানারুল মুনীফ' কিতাবে চৌদ্দ শাবানের রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতির নামাযের ফযিলত সংক্রান্ত কিছু জাল হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها . وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربع مئة ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث

আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা সুন্নাহ'র ইলমের ঘ্রাণ পেয়েছে, তারা কিভাবে ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রলাপে ধোঁকার শিকার হয়ে যায় এবং সেই (ভিত্তিহীন হাদীস নির্ভর বিশেষ পদ্ধতির) নামাযও তারা আদায় করে। অথচ এসকল সালাত তৈরী করা হয়েছে চারশত বছর পর এবং এর সূচনা হয় বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এমনকি এবিষয়ে আরো কিছু ভিত্তিহীন হাদীস তৈরী করা হয়েছে। -আল মানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, পৃ.৯৯

৩. হুবহু উক্ত কথাটিই বলেছেন মোল্লা আলী ক্বারী রহ. الأسرار المرفوعة কিতাবে। -আলআসরারুল মারফুআহ পৃ. ৪৪০।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হককে হক হিসেবে গ্রহণ করার এবং বাতিলকে বর্জন করার তাওফিক নসিব করুন। আমিন

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ

শবে বরাত বিষয়ক সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস

'মধ্য শাবানের রজনী' বা 'শবে বারাত' বিষয়ক সকল সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস সনদ-সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি ''কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল'' নামক গ্রন্থে। এখানে আমি এ

বিষয়ক জাল হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। প্রসঙ্গত এ বিষয়ক সহীহ ও যয়ীফ হাদীসগুলোর বিষয়েও কিছু কথা আসবে।

১. মধ্য শাবানের রাত্রির বিশেষ মাগফিরাত

এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

''মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।''

এ অর্থের হাদীস কাছাকাছি শব্দে ৮ জন সাহাবী: আবূ মূসা আশআরী, আউফ ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু সা'লাবা আল-খুশানী, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।[1] এ সকল হাদীসের সনদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা উপর্যুক্ত গ্রন্থে করেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু সনদ দুর্বল ও কিছু সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। সামগ্রিক বিচারে হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী বলেন, ''হাদীসটি সহীহ। তা অনেক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।...[2]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি একটি বরকতময় রাত এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষমা অর্জনের জন্য শিরক ও বিদ্বেষ বর্জন ব্যতীত অন্য কোনো আমল করার প্রয়োজন আছে কি না তা এই হাদীসে উল্লেখ নেই।

২. মধ্য শাবানের রাত্রিতে ভাগ্য লিখন

কিছু কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে ভাগ্য অনুলিপি করা হয় বা পরবর্তী বছরের জন্য হায়াত-মউত ও রিযক ইত্যাদির অনুলিপি করা হয়। হাদীসগুলোর সনদ বিস্তারিত আলোচনা করেছি উপর্যুক্ত পুস্তকটিতে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

''আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।''[3]

এ বাণীর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী ইকরিমাহ, বলেন, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শাবানের রাতকে' বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এ রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।[4]

মুফাস্সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। ইমাম তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইকরিমার এ মত ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'লাইলাতুল কদর'-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল কদর: 'তাকদীরের রাত' বা 'মর্যাদার রাত' বলে অভিহিত করেছেন[5]। অন্যত্র এ রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।[6] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়।[7]

পরবর্তী মুফাস্সিরগণ ইমাম তাবারীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, 'মুবারক রজনী' বলতে এখানে 'মহিমান্বিত রজনী' বা 'লাইলাতুল কদর' বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকা' এবং 'লাইলাতুল কদর' একই রাতের দুটি উপাধি। দুটি কারণে মুফাস্সিরগণ ইকরিমার তাফসীরকে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন:

(ক) ইকরিমার মতটি কুরআনের সুস্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলেছেন যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত সুস্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাতটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীকে শবে বরাত বলে দাবী করলে এ আয়াতগুলোর স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করতে হয়।

(খ) বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা 'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কদর' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আববাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন জাবর (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মাদানী (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কদর।[8]

৩. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-মুনাজাত

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল।

৪. অনির্ধারিত সালাত ও দোয়া

মধ্য শাবানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সালাত আদায় ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস এ রাত্রির সালাতের জন্য কোনো নির্ধারিত রাক'আত, নির্ধারিত সূরা বা নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয় নি। শুধু সাধারণভাবে এ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় ও দোয়া করার বিষয়টি এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো প্রায় সবই বানোয়াট। দু-একটি হাদীস দুর্বল হলেও বানোয়াট নয়।

৫. নির্ধারিত রাক'আত, সূরা ও পদ্ধতিতে সালাত

শবে বরাত বিষয়ক অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে, বিশেষ সুরা পাঠের মাধ্যমে, নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকআত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (ﷺ) -এর নামে বানিয়ে এগুলো প্রচার করা হয়েছে। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি জাল ও বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করছি।

৬. ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

''যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকআতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকআত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'' হাদীসটি ইবনুল ক্বাইয়িম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[9]

৭. ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার সুরা ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এ রাত্রিতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়।[10] এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়িয এ অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এ অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

এর প্রথমটি আলী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপরাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা 'আদন' জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লাখ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে...। যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে মহান আল্লাহ তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।[11]

এ বিষয়ক দ্বিতীয় জাল হাদীসটিতে জালিয়াতগণ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেছে: ''যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকআত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে জাহান্নমের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে।''

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।[12]

এ বিষয়ক তৃতীয় জাল হাদীসটিতে মিথ্যাবাদীগণ বিশিষ্ট তাবিয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ আল বাকির (১১৫ হি) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে বর্ণনা করেছে: ''যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই মহান আল্লাহ তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ৩০ জন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবে, ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।''

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।[13]

১০০ রাকআত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়িযদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়িযগণ এ সালাতের পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দু রাকআতের পরে ''তাসবীহুত তারাবীহ''র প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকআত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাহিরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস সমুহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক দুই রাকআত পর 'তাসবীহুত তারাবীহ' পাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং নবী (ﷺ) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।[14]

৮. ৫০ রাক'আত

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আলমীলী আত তাবারীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মাদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল বাজালী এর সনদে আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেনঃ যে

ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবটুকুই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে...। ইমাম যাহাবী এ মিথ্যা হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যাক্তি এ হাদীসটি বানোয়াট করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করুন।[15]

৯. ১৪ রাক'আত

ইমাম বায়হাকী তাঁর সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মধ্য শাবানের রাতে ১৪ রাকআত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাস, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুল কুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াত করেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমলনামায় ২০টি কবুল হজ্জের সাওয়াব লেখা হবে এবং ২০ বছরের কবুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে। পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দু বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাকী বলেন: ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি আপত্তিকর, পরিত্যক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।[16]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী ও ইমাম সুয়ুতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। .... সনদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন: মুহাম্মদ বিন মুহাজির হাদীস বানোয়াট-কারী।[17]

১০. ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

জালিয়াতগণ আবু হুরাইরা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছে: ''যে ব্যক্তি মধ্য শা'বানের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।''

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।[18]

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মধ্য শা'বানের রাতে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট সূরার মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট রাকআত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীস সমূহ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলোর জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ছাড়াই এসকল ভিত্তিহীন হাদীস স্থান দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও তদনুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এ রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি) মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অসারতা উল্লেখপূর্বক বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, যারা সুন্নাতের ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তারা এগুলো দ্বারা প্রতারিত হন কি করে! এ সালাত চতুর্থ হিজরী শতকের পর ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যার উৎপত্তি হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এব্যাপারে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে যার একটিও সঠিক বা নির্ভরযোগ্য নয়।[19] তিনি আরো বলেন, হে পাঠক, এ সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস 'কুতুল কুলুব', 'এহয়িয়াউ উলুমিদ্দীন' ও ইমাম সা'লাবীর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকার কারণে আপনারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হবেন না।[20] ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনীও (১১৬২ হি) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[21]

আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি) শবে বরাতের রাত্রিতে আদায়কৃত এ সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিহীনতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা এক দল ফকীহ প্রতারিত হয়েছেন। যেমন 'এহয়িয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থকার ইমাম গাযালী ও অন্যান্যরা। এমনিভাবে কতিপয় মুফাস্সিরও প্রতারিত হয়েছেন। এ সালাতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল হাদীস রচিত হয়েছে। এ সকল হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট হওয়ার অর্থ হলো, এই রাত্রিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাক'আত সালাত আদায়ের প্রচলন বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে কোনো নির্ধারিত রাক'আত, সূরা বা পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাধারণ ভাবে এ রাত্রিতে ইবাদত বা দোয়া করার বিষয়ে দুই একটি যয়ীফ হাদীস রয়েছে।''[22]

হাদীসের নামে জালিয়াতি বার চাঁদের সালাত ও ফযীলত ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবেবরাত

এতদিন পর্যন্ত শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতটি উপলক্ষে নানা অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজের অনুগামী হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই সবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন। ইদানিং আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবী হল ইসলামে শবে বরাতের কোন ধারণা নেই। এ

ব্যাপারে যত রেওয়ায়েত আছে সব মওযূ বা যয়ীফ। এসব অনুযায়ী আমল করা এবং শবে বরাতকে বিশেষ কোন ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তারা এসব বক্তব্য সম্বলিত ছোটখাট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিলি করে।
বাস্তব কথা হল, আগেকার সেই বাড়াবাড়ির পথটিও যেমন সঠিক ছিল না, এখনকার এই ছাড়াছাড়ির মতটিও শুদ্ধ নয়। ইসলাম ভারসাম্যতার দ্বীনএবং এর সকল শিক্ষাই প্রান্তকতা মুক্ত সরল পথের পথ নির্দেশ করে। শবে বরাতের ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোর রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এই রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে, তার সবগুলোকে মওযূ বা যয়ীফ মনে করা ভুল যেমন অনুরূপ এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা।
এখানে শবে বরাতের (পনের শাবানের রাত) ফযীলত ও করণীয় বিষয়ক কিছু হাদীস যথাযথ উদ্ধৃতি ও সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিবরণ সহ উল্লেখ করা হল।

১ম হাদীসঃ

عن مالك من يخامر , عن معاذ بن جبل, عن النبى (, قال : يطلع الله الى خلقه فى ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن]رواه ابن حبان وغيره, ورجاله ثقات, وإسناده متصل غلى مذهب مسلم الذى هو مذهب الحمهورفى المعنعن, ولم يحزم الذهبى بأن مكحولالم يلق مالك بن يخامر كما زعم, وإنما قاله على سبيل الحسان, راجع ,سبر أعلام النبلاء [

মুআয ইবনে জাবাল বলেন, নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে (শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন।
এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের দ্বারা ব্যপকভাবে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু শিরকি কাজ-কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অন্যের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী মানুষ এই ব্যপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত থাকে। যখন কোন বিশেষ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাঞ্চআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাত ঘোষণা হয়, তখন তার অর্থ এই হয় যে, এই সময় এমন সব নেক আমলের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে যার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হওয়া যায় এবং ঐ সব গুণাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাত থেকে বঞ্চিত হয়।
যেহেতু উপরোক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসে অর্ধ-শাবানের রাতে ব্যাপক মাগফেরাতের গোষণা এসেছে, তাই এ রাতটি অনেক পূর্ব থেকেই শবে বরাত তথা মুক্তির রজনী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। কেননা, এ রাতে গুনাহসমূহ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং পাপের অশুভ পরিণাম থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসটিই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত। অথচ হাদীসের কিতাবসমূহে নির্ভরযোগ্য সনদে এ বিষয়ক আরো একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির সনদ বিষয়ক আলোচনা

উপরোক্ত হাদীসটি অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবেই নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান তার জ্ঞকিতাবুস সহীহঞ্চ এ (যা সহীহ ইবনে হিব্বান নামেই সমধিক

প্রসিদ্ধ, ১৩/৪৮১ এ) এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এটি এই কিতাবের ৫৬৬৫ নং হাদীস। এ ছাড়া ইমাম বাইহাকী (রহঃ) জ্ঞশুআবুল ঈমানঞ্চ এ (৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩); ইমাম তাবরানী জ্ঞআলজ্ঞমুজামুল কাবীরঞ্চ ও জ্ঞআলজ্ঞমুজামুল আওসাতঞ্চ এ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও আরো বহু হাদীসের ইমাম তাদের নিজ নিজ কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির সনদ সহীহ। এজন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান একে জ্ঞকিতাবুস সহীহঞ্চ এ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান বলেছেন; কিন্তু হাসান হাদীন সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার।

ইমাম মনযিরী, ইবনে রজব, নূরুদ্দীন হাইসামী, কাস্‌তাল্লানী, যুরকানী এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ এই হাদীসটিকে আমলযোগ্য বলেছেন। দেখুন আততারগীব ওয়াততারহীব ২/১৮৮; ৩/৪৫৯. লাতায়েফুল মাআরিফ ১৫১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫; শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা ১০/৫৬১।

বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) সিলসিলাতুল আহাদসিস্‌ সাহীহা ৩/১৩৫-১৩৯ এ এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর লেখেনঃ

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلاريب. والصحة تثبت بأقل منها عددا، مادامت سالمة من الضعف الشديد، كماهو الشأن فى هذاالحديث .

এ সব রেওয়াতের মাধ্যমে সমষ্টিগত ভাবে এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ প্রমাণিত হয়।ঞ্চ তারপর আলবানী (রহঃ) ওই সব লোকের বক্তব্য খন্ডন করেন যারা কোন ধরণের খোঁজখবর ছাড়াই বলে দেন যে, শবে বরাতের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।

ইদানিং আমাদের কতক সালাফী বা গাইরে মুকাল্লিদ; বন্ধুকে দেখা যায়, তারা নানা ধরণের লিফলেট বিলি করেন। তাতে লেখা থাকে যে, শবে বরাত (লাইলাতুল নিস্‌ফি মিন শাবান) এর কোন ফযীলতই হাদীস শরীফে প্রমাণিত নেই। ওই সব বন্ধুরা শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা, তাদেরকে আলবানী (রহঃ) এর বড় ভক্ত মনে হয় এবং তার কিতাবাদি অনুবাদ করে প্রচার করতে দেখা যায়। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের অনুসরণে বা নিজেদের তাহ্‌কীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরণের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্‌তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায

(রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়; বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

এই রাতের আমল

উল্লেখিত হাদীস শরীফে এ রাতের কী কী আমলের নির্দেশনা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। নিম্নে এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস পেশ করছি। হযরত আলা ইবনুল হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, জ্ঞহে আয়েশাঞ্চ অথবা বলেছেন, জ্ঞও হুমাইরা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন?ঞ্চ আমি উত্তরে বললাম, জ্ঞনা, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা।ঞ্চ নবীজী জিঞ্চেস করলেন, জ্ঞতুমি কি জান এটা কোন রাত?ঞ্চ আমি বললাম, জ্ঞআল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন।ঞ্চ রাসূলুল্লাহ (ক্ষ) তখন ইরশাদ করলেন,

هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عزو جل يطلع على
عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين
ويرحم المشترحمين ويؤخر اهل الحقد كماهم

'এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি মনযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' [শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২-৩৬৮]

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন,

هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে দীর্ঘ নফল পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওয়ীফার বই-পুস্তকে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে অর্থাৎ এত রাকআত হতে হবে, প্রতি রাকআতে এই সূরা এতবার পড়তে হবে – এগুলো ঠিক নয়। হাদীস শরীফে এসব নেই। এগুলো মানুষের মনগড়া পন্থা। সঠিক পদ্ধতি হল, নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকআত করে যত রাকআত সম্ভব হয় পড়তে থাকা। কুরআন কারীম তেলওয়াত করা। দরূদ শরীফ পড়া। ইস্তেগফার করা। দুআ করা এবং কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমানো। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হল না।

পরদিন রোযা রাখা

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله (()) : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها, فإن الله ينزل فيهالغروب الشمس الى سماء الدنيا, فيقول : ألا من مستغفر فاغفر له على مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه , ألا كذا, ألا كذا, حتى يطلع الفجر

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, জ্ঞপনের শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক

প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুব্হে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাঞ্চআলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন।ঞ্চ [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪]
এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। কিন্তু মহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং আইয়ামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিষয়টিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এলা বাহুল্য, পনের শাবানের দিনটি শাবান মাসেরই একটি দিন এবং তা আয়্যামে বীযের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য ফিক্হের একাধিক কিতাবেই এদিনে রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনূন লেখা হয়েছে। আবার অনেকে বিশেষভাবে এ দিনের রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনুন বলতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ত্বাকী উসমানী (দাঃবাঃ) তার ইসলাহী খুতুবাতে বলেন, 'আরো একটি বিষয় হচ্ছে শবে বরাতের পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনের তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসুলের বিশাল ভান্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, জ্ঞশবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ।' সনদ বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে দেওয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতে অনুচিত।'
তবে হ্যাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, জ্ঞরমযানের দুঞ্চএকদিন পূর্বে রোযা রেখো না।ঞ্চ যাতে রমযানের পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।
একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, শাবানের এই ১৫ তারিখটি তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভূক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের জ্ঞআইয়ামে বীযঞ্চ এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই দুটি কারণকে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা জ্ঞআইয়ামে বীযঞ্চ এর অন্তর্ভূক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই সে প্রতিদান লাভ করবে। তবে শুধু ১৫ মাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও আইয়ামে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যে কোন দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে তরে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ মাসের নির্দিষ্ট কোন দিনের পৃথক কোন বৈশিষ্ট নেই।

এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত

এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামাযতো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যা কিছু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার কোন প্রমাণ হাদীস শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামরে যুগেও এর রেওয়াজ ছিল না।
[ইক্তিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ ২১৯]

অবে কোন আহবান ও ঘোষণা ছাড়া এমনিই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে মশগুল থাকবে, একে অন্যের আমলের ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে না।
কোন কোন জায়গায় এই ওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা ইশার পর থেকেই ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারা রাত খতমে-শবীনা হতে থাকে। উপরন্তু এসব কিছুই করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেওয়া হয়।
মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই ভুল রেওয়াজ। শবে বরাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল আগেই আলোচনা করা যায়। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক না। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় আরামেরও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের এসব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফীক দিন

প্রচলিত কিছু ভুল ধারনা

শবে বরাতে ইবাদতের ফযীলত বিষয়ে ঈসা আ. ও বুযুর্গ বৃদ্ধের কাহিনী

১৫ই শাবানের রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতকে ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় শবে বরাত বলা হয়। হাদীস শরীফে এ রাতকে 'লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান' বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনো রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদ্যাপনের বিশেষ কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্যসব সাধারণ রাতের মত মনে করা এবং এ রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে তার সবগুলোকে 'মওযূ' বা 'যঈফ' মনে করা যেমন ভুল তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা। বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি কোনোটিই উচিত নয়। যতটুকু ফযীলত প্রমাণিত এ রাতকে ততটুকুই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এ কেন্দ্রিক সকল মুনকার রসম-রেওয়াজ পরিহার করা উচিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- মাসিক আলকাউসার-এর শাবান ১৪২৬ হি./ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যা 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত'; শাবান-রমযান ১৪২৯ হি./আগস্ট ২০০৮ সংখ্যা 'শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন'।

যাইহোক, এ রাতের ফযীলত বিষয়ে কিছু মানুষের মধ্যে যেমন ছাড়াছাড়ি রয়েছে তেমন বাড়াবাড়িও রয়েছে। আর এ বাড়াবাড়ি থেকেই এ বিষয়ক বিভিন্ন জাল বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী সমাজে ছড়িয়েছে। সেগুলোর একটি হল-

একদিন নাকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযুর্গ আর কেউ আছে কি? উত্তরে আল্লাহ বললেন, অবশ্যই; তুমি একটু সামনে অগ্রসর হও। ঈসা আলাইহিস সালাম চলতে লাগলেন। একটু পর প্রকা- এক গোলাকার পাথর দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ এল- হে ঈসা! তোমার হাতের আছা দ্বারা তাতে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। পাথরখ-টি দুই ভাগ হয়ে গেল। ঈসা আলাইহিস সালাম দেখতে পেলেন, তার মধ্যে তাসবীহ হাতে এক যঈফ বৃদ্ধলোক ইবাদাতে মগ্ন; তার সামনে একটি আনার পড়ে আছে।

ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে এবং কতদিন থেকে এখানে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল আছেন? বৃদ্ধ বললেন, আমি এ এলাকারই একজন মানুষ। আমার মায়ের দুআয় আল্লাহ আমাকে এই বুযুর্গি দান করেছেন। ৪০০ বছর থেকে এই পাথরের মধ্যে বসে আমি আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন আছি। আমার আহারের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন জান্নাত থেকে একটি ফল পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সিজদায় পড়ে গেলেন; কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপরাধী। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই ব্যক্তি আমার চেয়েও বুযুর্গ ও সম্মানী। তখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! জেনে রাখো- শেষ যামানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনের তারিখে রাত জেগে ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার নিকট এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশি বুযুর্গ ও প্রিয় হতে পারবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম কেঁদে কেঁদে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে নবী না বানিয়ে আখেরী যামানার নবীর উম্মত বানাতে তাহলে কতই না সৌভাগ্য হত আমার! তখন এক রাতে এত সওয়াব কামাই করতে পারতাম!

এ কিসসাটি কাজী মো: গোলাম রহমান কর্তৃক লিখিত 'মকছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশতের কুঞ্জি' নামক বইয়ের ২৩৮-২৩৯ নং পৃষ্ঠায় কালয়ূবী কিতাবের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা কথা, কালয়ূবী না হাদীসের কিতাব আর না সীরাত ও তারীখের কিতাব। এটি আরবী সাহিত্যের সাধারণ একটি পাঠ্যভুক্ত কিতাব। এতে উল্লেখিত ঘটনাসমূহে শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল না বিলকুল।

যাইহোক, একে তো ঘটনাটি ভিত্তিহীন; কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না; তথাপি উক্ত মকছুদোল মো'মেনীনে ঘটনাটিকে উদ্ধৃত কালয়ূবী কিতাবে বর্ণিত কিসসা থেকেও বাড়িয়ে আরো রং চং মাখিয়ে পেশ করা হয়েছে, যার দ্বারা এ বানোয়াট ঘটনাটির কদর্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, লেখা হয়েছে-

'একদিন হযরত ঈসা আ. জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে খোদা তাআলা! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযুর্গ আর কেহ আছে কি?...'

উদ্ধৃত কিতাবে এ অংশ নেই। একজন নবীর সাথে এরকম কথা যুক্ত করা কত বড় বেয়াদবী।

আরো লেখা হয়েছে-

'গায়েব হইতে আওয়ায হইল, হে ঈছা! তুমি তোমার হাতের আশা' দ্বারা ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত কর। তিনি তাহাই করিলেন। আঘাত পাওয়া মাত্র পাথরখানি ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল।'

এ অংশও নিজ থেকে যুক্ত করা। আছা তথা লাঠির সম্পর্ক মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাজে; যুক্তকারী এটাও খেয়াল করলেন না। ঘটনার চমক বাড়ানোর জন্য ঈসা আ.-এর সাথেই 'আছা' যুক্ত করে দিলেন!

তারপর উদ্ধৃত কিতাবে শুধু রাতের নামাযের কথা ছিল; লেখক নিজ থেকে নিজের মত করে দিনের রোযার কথাও যুক্ত করে দিয়েছেন।

সবশেষে আরো মুনকার কথা যুক্ত করলেন-

(ফযীলত শুনে) 'ঈছা আ. কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে নবী না করিয়া আখেরী যামানার নবীর উম্মত করিতে...।'

'হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে নবী না করিয়া'- একজন নবী কি একথা বলতে পারেন? তাছাড়া শ্রোতাদের উপর ঘটনাটির সুপ্ত প্রতিক্রিয়া এই পড়তে পারে যে, শবেবরাতের আমলের মাধ্যমে কারো মর্যাদা -নাউযুবিল্লাহ- নবীর চেয়েও বেড়ে যেতে পারে!

মোটকথা, কিসসাটি ভিত্তিহীন। সাথে সাথে জেনে রাখা দরকার, মকছুদোল মো'মেনীন জাতীয় কিতাবে এরকম ভিত্তিহীন বিষয় থাকার পাশাপাশি জাল বর্ণনার সাথে বুখারী, তিরমিযী ইত্যাদি মিথ্যা উদ্ধৃতিও লিখে দেওয়া হয়; শবে বরাত বিষয়ক ভিত্তিহীন বর্ণনার আলোচনা করতে গিয়ে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সনে প্রচলিত ভুল বিভাগেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের সব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সঠিকটা জেনে আমল করার তাওফীক দিন এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে রক্ষা করুন। সাথে সাথে ইলমী আমানত রক্ষা করার তাওফীক দিন।

আরেকটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত : শবে বরাতের রাতের গোসল

শাবানের ১৫ তারিখের রাতের বিষয়ে আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। সেটি শবে বরাতের রাতের গোসল কেন্দ্রিক। এই রাতে ইবাদতের উদ্দেশে যদি কেউ গোসল করে তাহলে তার গোসলের প্রতি ফোটার বিনিময়ে গুনাহ মাফ হবে। আবার কেউ কেউ বর্ণনাটি এভাবে বলে যে, প্রতি ফোটায় ৭০ রাকাত নফল নামাযের সওয়াব হবে।
তো যে যেভাবেই বলুক, এটি যে একটি জাল বর্ণনা বা ভিত্তিহীন কথা তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ আমাদের এ ধরনের জাল বর্ণনা ও ভিত্তিহীন কথা থেকে হেফাজত করুন এবং ফযীলতের প্রতিটি বিষয়কে তার গরি মধ্যে রেখে তাকে কাজে লাগানোর তাওফিক দিন। আমীন

- প্রসঙ্গসমূহ:
- দ্বীনিয়াত
- একটি ভিত্তিহীন ঘটনা

উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মাসিক আলকাউসার-এর শাবান ১৪২৬ হি. (সেপ্টেম্বর ২০০৫ ঈ.) সংখ্যায় 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত' শীর্ষক আলোচনায় শবে বরাত সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। চলতি সংখ্যায় কিছু বরেণ্য আকাবিরের উক্তিসমূহের সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। এ পর্যায়ে শুধু নির্বাচিত ব্যক্তিদেরই উক্তির ভাবানুবাদ সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হচ্ছে। তাঁদের হুবহু উক্তি উদ্ধৃত কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ৭২৮ হি.)

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সম্পর্কে একাধিক 'মারফূ' হাদীস ও 'আসারে সাহাবা' বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা ওই রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এ রাতের নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে।

কোনো কোনো আলেম যদিও এই রাতের ফযীলত অস্বীকার করেন; কিন্তু হাম্বলী ও গায়রে হাম্বলী অধিকাংশ আলেমই এই রাতের ফযীলতের কথা স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সালাফ (সাহাবী ও তাবেয়ী)-এর 'আসার'ও বিদ্যমান আছে; যেগুলো 'সুনান' ও 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলিত হাদীসের কিতাবে [বরং কতক 'সহীহ' শিরোনামের কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতিতে] রয়েছে।

অবশ্য শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মাকরূহ। (ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মত এটিই। তাঁর মতে পনেরো তারিখের সাথে দু-একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামের মনগড়া নামাযের জন্যে সমবেত হওয়াও বিদআত।' -ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর যুগে 'সালাতে আলফিয়া'-এর রেওয়াজ ছিল। লোকেরা একটি জাল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করত যে, শবে বরাতে প্রতি রাকাতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পড়ে ১০০ রাকাত নফল নামায পড়া উচিত।

উক্ত রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণই জাল। (আললাআলিল মাসনূআ, ইমাম সুয়ূতী ২/৫৮-৬০; আলফাওয়াইদুল মাজমূআ, ইমাম শাওকানী ১/৭৬) আমার জানা মতে আজ কোথাও এর রেওয়াজ নেই। তবে এর স্থলে 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর বাতানো পদ্ধতির মনগড়া একটি নামায কতিপয় লোকের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে, 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর ওই বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এর রেওয়ায়াতসমূহ সবই ভিত্তিহীন। (দেখুন, চলতি সংখ্যার প্রচলিত ভুল বিভাগ) এসব পরিহার করে এই রাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধারণ নফল নামাযের মত নফল নামায পড়া উচিত। হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই রাতের নফল হবে লম্বা, সেজদা হবে দীর্ঘ দীর্ঘ। দু রাকাত করে যত ইচ্ছা পড়া যাবে; রাকাত সংখ্যাও নির্দিষ্ট নেই; কোনো নির্দিষ্ট সূরার সীমাবদ্ধতাও নেই। -আলআসারুল মারফূআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী ৮০-৮৫; মারাকিল ফালাহ শরহে নূরুল ইযাহ ২১৯

২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে রজব দামেস্কী (৭৯৫ হি.)

ইমাম ইবনে রজব রাহ. তাঁর 'লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ'- এ শবে বরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে-

''শাবান মাসের পনেরো তারিখে রোযা নিষেধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা ওই দিন তো 'আইয়ামে বীজ' (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতি মাসেই আইয়ামে বীজ-এ রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া ১৫ শাবানের রোযা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র হাদীসও রয়েছে; যদিও এর 'সনদ' দুর্বল। সুনানে ইবনে মাজাহ-এ হযরত আলী রা. এর মাধ্যমে বর্ণিত, ''যখন ১৫ শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে নামায পড় এবং সামনের দিনে রোযা রাখ...।''

এরপর শবে বরাতের ফযীলত সর্ম্পকে একাধিক হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি লেখেন- ''সঠিক কথা হচ্ছে এই রাতের ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত। এ রাতে নফল নামাযের জন্য মসজিদে ভিড় করা বা মাহফিল করা মাকরূহ।''

তিনি আরো বলেন, ''একজন মুমিন বান্দার উচিত, এ রাতে যিকির ও দুআর জন্য পুরোপুরি অবসর হওয়া। প্রথমে খাঁটি মনে তওবা করবে; এরপর মাগফেরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আপদ-বিপদ দূর হওয়ার জন্য দুআ করবে এবং নফল নামায পড়বে। সবসময় সেসব গুনাহ থেকে বিরত থাকবে যেগুলো ওই রাতের বিশেষ ফযীলত (ব্যাপক ক্ষমা) থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। যেমন শিরক, হত্যা, যিনা, হিংসা ইত্যাদি।''

তিনি আরো বলেন, ''(ওই রাতের ফযীলত স্বীকৃত তবে) একথা সঠিক নয় যে, সূরা দুখান-এর আয়াতে যে 'লায়লাতুম মুবারকা'-এর উল্লেখ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এই শবে বরাত। কেননা সঠিক এটাই যে, তা দ্বারা শবে কদর উদ্দেশ্য।'' -লাতায়িফুল মাআরিফ ১৫১/১৫৭

৩. ইমাম ইবনুল হাজ্জ (আলমাদখাল গ্রন্থকার ৭৩৭হি.)

শায়েখ ইবনুল হাজ্জ রাহ. যাঁর গ্রন্থ 'আলমাদখাল' বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ও বিদআত খ-নে এবং সুন্নত জিন্দা ও প্রচার প্রসারে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত, তিনি এই গ্রন্থের ১ম খ-ের শেষাংশে শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অন্তরের অত্যন্ত দরদ নিয়ে ওইসব বিদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সবিস্তারে সতর্ক করেছেন, যেগুলো মানুষ শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় এই রাতের ফযীলত লাভের বৈধ পদ্ধতি ছেড়ে অবলম্বন করেছে এবং এখনো করছে।

তিনি বলেন, ''এ রাত যদিও শবে কদরের মত নয়; কিন্তু এর অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরি পুণ্যাত্মারা এই রাতের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং এর যথাযথ হক আদায় করতেন। কিন্তু আজ সাধারণ লোকেরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উল্টো করে ফেলেছে। তারা রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের পেছনে পড়ে (মনের অজান্তেই) এর খায়ের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

একে তো ওরা এ রাতে আলোকসজ্জার নিকৃষ্টতম রসম যা অগ্নিপূজকদের প্রতীক, তা আবিষ্কার করেছে; অপরদিকে মসজিদসমূহে সমবেত হয়ে শোরগোল করে পবিত্র পরিবেশকে নষ্ট করেছে। তাছাড়া মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া, তা-ও আবার বেপর্দা অবস্থায়, পাশাপাশি পুরুষদেরও কবর যিয়ারতের নামে ওখানে ভিড় সৃষ্টি করা- এ সব কিছুই নব-আবিষ্কৃত বিদআত এবং নববী সুন্নত ও সলফে সালেহীনের পথ ও পদ্ধতির পরিপন্থী। -আলমাদখাল ১/২৯৯-৩১৩

৪. শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. (১০৫২ হি.)

তিনি তাঁর 'মা সাবাতা বিস্সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ' (যার উর্দূ অনুবাদ 'মুমিন কে মাহ ও সাল' নামে করাচি থেকে আরবীসহ প্রকাশিত হয়েছে)-এ যেখানে তিনি এই রাতের ফযীলত তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি এই রাত সম্পর্কে কিসসা-কাহিনীকারদের বানানো মিথ্যা ও বাতিল বিষয়াবলির খ-ন করেছেন এবং সেসব গর্হিত বিষয়েও সতর্ক করেছেন যেগুলো পরবর্তী লোকেরা আবিষ্কার করেছে।

তিনি বলেন, ''এই রাতের নিকৃষ্টতম বিদআতসমূহের মাঝে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত-

ঘর-বাড়ি, দোকান-পাটে আলোকসজ্জা করা, খেলাধুলা ও আতশবাজির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এগুলোর সপক্ষে কোনো জাল রেওয়ায়েতও কোথাও নেই। প্রবল ধারণা যে, এগুলো হিন্দুদের 'দেওয়ালী' প্রথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।'' -মা সাবাতা বিস্সুন্নাহ ৩৫৩/৩৬৩

শবে বরাত সম্পর্কে পূর্বসূরিদের বহু উক্তি রয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়লে একদিকে যেমন এই রাতের ফযীলত, এ রাতে ব্যক্তিগত ইবাদত যথা নফল নামায, যিকির ও দুআ, তওবা ইস্তেগফার, দরূদ শরীফের অযিফা ও কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতির গুরুত্ব জানা যাবে; তেমনি এ রাতের সেসব রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার সম্পর্কেও জানা যাবে, যেগুলো মূলত লোকদের এই রাতের প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কল্যাণের তাওফীক দান করুন এবং সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখুন- আমীন।

[আকাউসার শাবান ১৪২৭ হি. সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঈ. থেকে পুনর্মুদ্রিত]

শব-ই- বরাত এর রাতে করনীয়

শবে বরাত উপলক্ষে রাসুলে আকরাম (সা:) হাদিস অনুযায়ী দুটি জিনিস করার জন্যে বলা হয়েছে –০১) রাত জেগে আল্লার কাছে ইবাদত করা। যেমন– নফল নামাজ পড়া।

কুরান তিলাওয়াত করা, তাসবিহ জপ করা, দোয়া-দুরুদ, তৌবা-ইস্তেগর ইত্যাদি। ০২) রোজা রাখা, হজরত মহম্মদ (সা:) গোটা শাবান মাস রোজা রাখতেন, তাই বান্দারা যদি পুরো শাবান মাস রোজা রাখতে পারলে অতি উত্তম।

শবে বরাতের কি হয়েছিল ? এই ধরণের প্রশ্ন অনেকের মনে ঘোর পাক খায়। শবে বরাতের রাত্রে ইবাদত করার পিছনে ফজিলত হাদিস অনুযায়ী শবে বরাতের রাতটির তাৎপর্য হল-

আলা ইবনুল হারিস (রহঃ) তে বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়- হজরত আয়েশা (রাঃ) সেখানে বলেছেন, একদিন গভীর রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ পড়ার সময় রাসূলাল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ্যক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে সেজদা করেন।

অনেক্ষন এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেজদা করতে দেখে, হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ধারণা হয়, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) হয়তো নামাজ পড়তে গিয়ে ইন্তেকাল করেছেন।

হজরত আয়েশা (রাঃ) তখন তার সন্দেহ দূর করার জন্যে রাসূল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধাঙ্গুলীটিকে ধরে নাড়া দেয়। তাতে রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আঙুল নাড়িয়ে সারা দেয়। এরপর রাসূলাল্লাহ (সাঃ) সেজদা থেকে উঠে নামাজ শেষ করে,

হজরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন "হে আয়েশা ! তোমার কি ধারণা, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন ? হজরত আয়েশা (রাঃ) তখন উত্তরে বলেন- না, ইয়া রাসূল্লাহ। "আপনার দীর্ঘ্যক্ষন সেজদা করা দেখে

আমি আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল আপনি হয়তো ইন্তেকাল করেছেন ? তাই আমি আমার সন্দেহ মেটানোর জন্যে আপনার আঙুল নেড়ে, আপনাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম আপনি জীবিত আছেন কিনা ?"

নবীজি তখন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেন তুমি কি জান আজকের রাত টি কি রাত ? আয়েশা তখন নবীজিকে বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই আমার অপেক্ষা ভাল জানবেন আজেকের রাত টির তাৎপর্য কি ?

তখন রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বললেন আজকের রাত টি হল অর্ধ শাবানের রাত। মহান আল্লাহ তালাহ অর্ধ-শাবানের রাত্রে তার বান্দার সকল প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং যারা ক্ষমা প্রার্থী তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন।

আর যারা অনুগ্রহ প্রার্থী তাদের অনুগ্রহ করেন, তাদের বরকত প্রদান করেন । আর যারা বিদ্বেষ প্রদানকারী তাদের ক্ষমা না করে তাদের নিজের অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। (বাইহাকী)

ইসলাম ধর্মে শবে বরাত কোনো আনন্দ উৎসব নয়। শবে বরাতের রাত হল ইবাদত করার রাত। তাই শবে বরাতের দিন রাত্রি বেলা আতস বাজি ফাটানো, কবর স্থান সহ বাড়িতে,মসজিদে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা,

মাংস,হালুয়া-রুটি সহ বিভিন্ন খাবার দিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সাথে ফুর্তি করার জন্যে পার্টির আয়োজন করা ইসলাম ধর্মে কখনই জায়েজ নয়। শাবান মাস সহ শবে বরাতের রাত হল আল্লার কাছে ইবাদত করার একটি উপযুক্ত সময় এই মাত্র।

হাদিসে আরও ইরশাদ হয়েছে, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন শাবানের মধ্য দিবস আসবে, তখন তোমরা রাতে নফল ইবাদত করবে এবং দিনে নফল রোজা পালন করবে। -ইবনে মাজাহ

ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো নামাজ। আর নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো নফল নামাজ। প্রতিটি নফল ইবাদতের জন্য নতুন অজু মোস্তাহাব।

এ ছাড়া প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ আইয়ামে বীজের নফল রোজা তো রয়েছেই।

শবে বরাত হলো- ইবাদত-বন্দেগির রাত। দান-খয়রাত করা ও মানুষকে খাওয়ানো একপ্রকার ইবাদত। তবে এ দিন ও রাতকে হালুয়া-রুটি খাওয়ার রাতে পরিণত করে ইবাদত থেকে গাফেল হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শবে বরাত উপলক্ষে নফল রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, কেরাত ও রুকু-সিজদা দীর্ঘ করা; কোরআন তেলাওয়াত করা; দরুদ শরিফ বেশি পাঠ করা, ইস্তিগফার অধিক পরিমাণে করা; ফজিলতপূর্ণ বিভিন্ন দোয়া, তাসবিহ-তাহলিল ও জিকির-আজকার ইত্যাদি করা। সম্ভব হলে কবর জিয়ারত করা, নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সব মুমিন-মুসলমানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করা।

শবে বরাতে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ইবাদত-বন্দেগি বাদ দিয়ে খামাখা ঘোরাঘুরি করা, অযাচিত আনন্দ-উল্লাস করা, বেহুদা কথাবার্তা ও বেপরোয়া আচরণ করা, অন্য কারও ইবাদতের বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো, হালুয়া-রুটি বা খাবারদাবারের পেছনে বেশি সময় নষ্ট করা ও ইবাদতে উদাসীনতা সমীচীন নয়।

তবে যে কোনো তথ্যই হোক ভালো ভাবে যাচাই-বাছাই করে তারপর আমল করবেন।

শেষ কথা

ছোটবেলা থেকে শবে বরাত শব্দের সাথে পরিচিত ব্যক্তির কাছে "লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান" যেন এক নতুন শব্দ। কিন্তু আপনি জানেন কি, হাদিস শরীফে শবে বরাত বলতে কোনো রাত্রিকে আখ্যায়িত করা হয় নি?

শবে বরাত মূলত ফার্সি শব্দযুগল যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ভাগ্য রজনী। কিন্তু সহিহ হাদিসে এমনটির প্রমাণ মেলে নি। তাহলে এ রাতটিকে কি বলা যায়?

হাদিস শরীফ অনুযায়ী শাবান মাসের মধ্য রজনী তথা ১৪ই শাবানের দিবাগত রাত অর্থাৎ ১৫ই শাবানের রাতকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বলা হয়। এই রাতের তাৎপর্য বুঝার জন্য একটি হাদিস পেশ করা হল:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলেন, মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার কাছাকাছি আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশমের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ মাফ করেন। (ইবনে মাজাহ)

সুবহানাল্লাহ! ১৫ই শাবানের এই রাত্রি তাই আমাদের জন্য গুনাহ মাফের সুযোগ। তবে এই মাফি সকলের নসিবে জুটবে না। আরেকটি হাদিসে এসেছে, "আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতিত তাঁর সৃষ্টির সবাইকে ক্ষমা করেন।" (ইবনে মাজাহ)

তাই নাজাতের আশায় এই রাতে মুমিনগণ ইবাদাত করেন। পাশাপাশি পরদিন অর্থাৎ ১৫ই শাবানের দিনে অনেকে সিয়াম পালন করে থাকেন। আমাদের পেয়ারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, রমজান মাসের পরে শাবান মাসেই তিনি বেশি সিয়াম পালন করেছেন। তাই শাবান মাসে সিয়াম পালন করা নিশ্চয়ই উত্তম। এছাড়া ১৫ই শাবান আইয়ামে বীজের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ দিনে সিয়াম পালনে বাড়তি সাওয়াব মিলবে ইনশা আল্লাহ। তবে এই সিয়ামকে শবে বরাতের বিশেষ আমল ভাবা চলবে না। কারণ আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করেন নি। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে শবে বরাত শব্দটি অনুপস্থিত থাকায় আমাদের ঈমানি দায়িত্ব হচ্ছে ওই শব্দের পরিবর্তে "লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান" শব্দ ব্যবহার করা। কারণ এতে শুধু সুন্নাহ অনুসরণ নয়, সুন্নাহ পুনর্জীবিতও হবে ইনশা আল্লাহ।

এই রাত্রির আরেকটি চমৎকার দিক এই যে, এ রাতে দোয়া কবুলের সুযোগ রয়েছে। ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, ‘এমন পাঁচটি রাত রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা বান্দার দোয়া ফিরিয়ে দেন না। সেই রাতগুলো হলো, জুমার রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের ১৫ তারিখের রাত, দুই ঈদের রাত।’ (সুনানে বায়হাকি: ৬০৮৭)

সুতরাং ১৫ই শাবানের রাত তথা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান কোনো সাধারণ রাত নয়। এ রাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার অসংখ্য বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আবার এই রাতটি লাইলাতুল কদরের মত মহিমান্বিত রাত্রিও নয়। কারণ কদরের মত এই রাতে ইবাদাত করলে বাড়তি সাওয়াবের কথা কোনো আয়াত কিংবা হাদিসে পাওয়া যায় নি।

তবে সিদ্ধান্ত আপনার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা যে মুহূর্তে শত শত বান্দার গুনাহ মাফ করবেন, সেই মুহূর্তটি কি আপনি ঘুমিয়ে কাটাতে চান? নাকি এমন মাহেন্দ্রক্ষণে সেই মহান সত্বার ইবাদতে মাশগুল থাকতে চান?



তথ্য সংগ্রহ

ইন্টারনেট লিঙ্ক

- https://www.alkawsar.com/bn/article/2194/
- http://wp.me/p5SUx1-6J
- https://islamicbanglaboi.wordpress.com/2015/06/15/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B2/
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4
- https://www.prothomalo.com/religion/islam/calm2r7eqo

গ্রন্থপঞ্জি

১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, আবু বকর ইবনে আবি শাইবা (২৩৫ হি.), তাহকীক: শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, বৈরুত, লেবানন, ২০০৬ খ্রি.।
২. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.), তাহকীক: শায়খ শুআইব আলআরনাউত (১৪৩৮ হি.), মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০১৫ খ্রি.।

৩. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ (২৭৫ হি.), আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৫. সহীহ ইবনে হিব্বান, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), আর-রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, দিমাশক, সিরিয়া।
৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, নুরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭ হি.), দারুল কিতাব আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন।
৭. আল বাহরুর রায়েক, ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.), দারুল মা'আরেফা। (শামেলা)
৮. রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়া শামী), ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত।
৯. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, মুনযিরী রহ. (৬৫৬ হি.), দারুল হাদীস, কায়রো, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.।
১০. লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনু রজব হাম্বলী (৬৯৫ হি.), দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর।
১১. শুআবুল ঈমান, ইমাম বায়হাকী (৪৫৮হি.), দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯০ খ্রি.।
১২. ইকমালু তাহযিবিল কামাল, আলাউদ্দিন মুগলতায়ী (৭৬২ হি:), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৩. তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আলআসকালানী (৭৫২ হি.), দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪. তাহযীবুল কামাল, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আলমিযযী (৭৪২ হি.), মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বয়রুত।
১৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বয়রুত।
১৬. মীযানুল ই'তিদাল, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল ফিক্র।
১৭. আলকাশেফ, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল কুরতুবা, বয়রুত।
১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৯. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, শায়েখ মুহাম্মাদ আলবানী (১৪২০ হি.), মাকতাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।
২০. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহু জামিইত তিরমিযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি.), দারুল ফিক্র, লেবানন।
২১. আলমানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (৭৫১ হি.), মাকতাবাতুর রায়্যান, ঢাকা।
২২ আলআসারুল মারফুআ, আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.), দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ।
২৩. আলফাওয়াইদুল মাজমুআ, ইমাম শাওকানী (১২৫০ হি.), আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ।
২৪. আলআসরারুল মারফুআ ফীল আলখবারিল মাওযুআ, মুল্লা আলী আলক্বারী (১০১৪ হি.), আলমাকতাবাতুল ইসলামী।
২৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর, হাফেয ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.), দারুল হাদীস আলক্বাহেরা।
২৬. কাশ্শাফুল কিনা' আন মুতুনিল ইক্বনা, মানসুর ইবনে ইউনুস, দারুল ফিক্র, বয়রুত।
২৭. শরহুয যুরকানী আলা মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া, মুহাম্মাদ যুরক্বানী (১১২২ হি.), দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ। মাকতাবাতুশ শামেলা।

২৮. আলমাসনু ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাউযু, মুহাদ্দিস আলী আলক্বারী আলহারাবী (১০১৪ হি.), মাকতাবাতুল মাতবুআত আলইসলামিয়াহ, হালাব, মাকতাবাতুশ শামেলা।
২৯. ফিরুযুল লুগাত, আলহাজ্ব মৌলুভী ফিরোজ উদ্দীন।
৩০. আলমাদখাল, ইমাম ইবনুল হাজ্ব রাহ. (৭৩৭হি.) (মাকতাবাতুল মুসাওয়ারাহ)।
৩১. তাযকিরাতুল মাউযুআত, মুহাম্মাদ তাহের বিন আলী আল হিন্দী (মাকতাবাতুল মুসাওয়ারাহ)।
৩২. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, শাইখুল ইসলাম আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (৭৬৮ হি.), (মাকতাবাতুল মুসাওয়ারাহ)।
৩৩. মা সাবাতা বিসসুন্নাহ ফী আইয়ামিস সুন্নাহ, আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (১০৫২ হি.), (মাকতাবাতুল মুসাওয়ারাহ)।
৩৪. যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ, আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আলবুসিরী (৮৪০ হি.), দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ, লেবানন।
৩৫. আলমাসনু ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওযু, মুহাদ্দীস আলী আলক্বারী আলহারাবী (১০১৪ হি.), মাকতাবাতুর রাইয়্যান